জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বিমান পরিষেবা

কলকাতা-লন্ডন সরাসরি উড়ান পরিষেবা চালুর প্রস্তাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেইমতো বাড়তি উদ্যোগ নিতে রাজ্য সরকার বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছে

ঊর্ধ্বমুখী পারদ

বৃহস্পতিবার থেকে আরও ঊর্ধ্বমুখী পারদ। উত্তরবঙ্গেও বাড়ছে গরম। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে আর্দ্রতাও। শুক্রবার উত্তরের জেলাগুলিতে বৃষ্টি। রাতের তাপমাত্রাও বাড়ছে। বজায় থাকবে অস্বস্তিকর আবহাওয়া

উত্তরের বেঙ্গল সাফারি থেকে চলতি বছরে আয় ৯ কোটি

পুর নগরোন্নয়ন দফতরের সঙ্গে বৈঠকে হাওড়া পুরসভা, ক্ষতিপূরণ

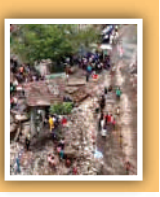

বর্ষ - ২০, সংখ্যা ৩০৯ ● ২৮ মার্চ, ২০২৫ ● ১৪ চৈত্র ১৪৩১ ● শুক্রবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 20, Issue - 309 ● JAGO BANGLA ● FRIDAY ● 28 MARCH, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

শোনালেন সংগ্রামের কথা ■ কলকাতায় ক্যাম্পাস করতে আবেদন

৬ পিস কাপুরুষ বাম-রাম অসভ্যতা করতে গিয়ে লেজ গুটিয়ে পালাল

সংযত দিদি হেসে বললেন এরপর বছরে দু'বার আসব

কুণাল ঘোষ ● লন্ডন (মুখ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গী)

রাম-বাম-নকশালের চক্রান্ত উড়িয়ে অক্সফোর্ডের মন জিতে নিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিকল্পিত অসভ্যতা হেলায় উড়িয়ে একেবারে ছক্কা হাঁকালেন তিনি। এদিন অনুষ্ঠানে ৬ পিস কুলাঙ্গার রাম-বাম ছেলেমেয়ে পরিকল্পনামাফিক নাটক করে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার পেতে, মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা বানচাল করতে গিয়ে কার্যত জনতার ঘাড় ধাক্কা খেয়ে লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হল। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা বানচালের পূর্ব পরিকল্পনা ভেস্তে গিয়েছে। অবশ্য আগে জানাই ছিল, অক্সফোর্ডে এই ধরনের গন্ডগোল পাকানোর চেষ্টা হবে। তাই হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই বলেছিলেন, ওরা বল দিলে আমি ছক্কা মারব। ঠিক তাই করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। একেবারে সোজা ব্যাটে খেলে বল উড়িয়ে মাঠের বাইরে ফেলে দিয়েছেন। রাম-বাম-নকশালদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, এসব করে নিজের দেশকে অপমান করছ কেন? এসব না করে বাংলায় তোমাদের দলগুলিকে শক্তিশালী হতে বলো। তোমাদের নেতারা কোথাও গেলে এসব সামলাতে পারবে তো? এদিন

এই ভাবেই সিপিএম আমাকে খুন করতে চেয়েছিল। অক্সফোর্ডে মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এসব ওদের স্বভাব। বদলাতে পারবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এই ঘটনা তাঁকে আরও অনুপ্রাণিত করল। এবার বছরে দু'বার আসবেন এখানে। পরে এই ঘটনার দায় স্বীকার করেছে এসএফআই-ইউকে। তবে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, এই ৬ জন এখানকার পড়ুয়া নয়। বহিরাগত। তবে নিজের স্বাভাবিক বাচনভঙ্গি ও সরলতায়-সহজতায় উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রী-জনতার উষ্ণ অভ্যর্থনায় ভাসলেন।

অধ্যাপক জোনাথন মিচি এবং লর্ড করণ বিলিমোরিয়াকে পাশে নিয়ে লন্ডনের মাটিতে দাঁড়িয়ে ৪৫ মিনিটের বক্তৃতায় তুলে ধরলেন পরিবর্তনের বাংলাকে। একেবারে তথ্য-পরিসংখ্যান দিয়ে বোঝালেন ১১ কোটি জনসংখ্যার বাংলায় তাঁর উন্নয়নের মডেল। দারিদ্র দূরীকরণ, ৪৬ শতাংশ বেকারত্ব কমানো। জিডিপি বাড়ানো। বাংলার বাড়ি। স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড। কী করেননি বাংলার জন্য। সবই উঠে এসেছে তাঁর কথায়। বিনামূল্যে চাল, চিকিৎসা, শস্যবিমা— সব তুলে ধরেছেন। শ্রমিক, কৃষক, পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য তাঁর ভাবনার কথা, কাজের কথা বলেছেন। (এরপর ৫ পাতায়)

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে বক্তব্য রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঈর্ষার কোনও ওষুধ হয় না ■ ব্যানার্জি মানে এনার্জি

বাংলা কেন দেশের সেরা, তথ্য আর পরিসংখ্যান দিয়ে বোঝালেন মুখ্যমন্ত্রী

কুণাল ঘোষ ● লন্ডন (মুখ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গী)

বাংলা কেন দেশের সেরা অক্সফোর্ডের মঞ্চ থেকে তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারত-ব্রিটেনের পুরনো সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বাংলার উন্নয়নের আসল ছবি তুলে ধরলেন অক্সফোর্ডের মঞ্চ থেকে বিশ্ববাসীর কাছে। বাংলার সরকারের লক্ষ্য কী? মুখ্যমন্ত্রী বললেন, প্রান্তিক মানুষকে তুলে আনাই মূল লক্ষ্য। জাত-পাত-ধর্ম নির্বিশেষে মানবিকতা দিয়ে মানুষের মন জয় করতে হবে, কাজ করতে হবে। এগিয়ে যেতে হবে।

শিক্ষার প্রসঙ্গ টেনে স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু স্কলারশিপের কথা বললেন। বিনামূল্যে শিক্ষা তৃণমূল স্তরে মানুষকে শিক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছে। স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উচ্চশিক্ষায় ঋণ পাওয়ার সুবিধা রয়েছে। উল্লেখ করলেন কন্যাশ্রীর কথা। বাংলার ঘরে ঘরে মেয়েদের স্কলারশিপ ড্রপ-আউটকে শূন্যয় নিয়ে এসেছে। হাসপাতালে প্রসবের পরিসংখ্যান ৯৯ শতাংশ।

অক্সফোর্ডের সভায় মধ্যমণি মুখ্যমন্ত্রী। বাঁদিকে কেলগ কলেজের প্রেসিডেন্ট জোনাথন মিচি এবং ডানদিকে লর্ড করণ বিলিমোরিয়া। বৃহস্পতিবার।

মিল্ক ব্যাঙ্ক বাংলার শিশুমৃত্যুর হারকে কার্যত শূন্যতে নামিয়ে এনেছে। বিনামূল্যে রেশন বাংলার মানুষের অধিকার। ফলে বাম আমলের মতো বাংলায় এখন একটিও মানুষ অনাহারে থাকেন না। কৃষকরা হলেন বাংলার মানুষের মেরুদণ্ড। (এরপর ৫ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

হারিয়ে গেছে!

ওদের পেটে নেইকো ভাত
অথবা বাঁচার আশা
ক্ষুধার্ত ওরা, ভুখা ওরা
দুঃখ ওদের ভাষা।

ছিলো তো ওদের সব
বুকভরা সুখ সংসার
আজ ওরা কেন সব হারিয়ে
হয়েছে এক অসাড়?

ছিলো তো মৎস্যভরা পুকুর
ছিলো মাঠ ভরা ধান,
আরও ছিলো সব সবুজ
সারি সারি ছিলো তালগাছ।

মাটির চাতালে তুলসীমঞ্চ
উঠোনে ধানের মাচা
আজ কেন ওরা রিলিফ ক্যাম্পে
এর নাম কি গো বাঁচা?

দিনের পর দিন সব হারিয়ে
সন্তানের দেহ চিতায় চাপিয়ে
চলেছে রাতদুপুরে
শ্মশানে অথবা কবরে।।

একই গ্রামে দিনু ও রহিম
থাকতো একসাথে
সবকিছু হারিয়ে ওরা
আজ আর নেই এ ধরণীতে।।

কী হলো আজ আলাউদ্দিনের
কোথায় তারা সব?
শেখ সোনাও যে নেইকো বেঁচে,
তারা এখন সব শব!

খুঁজে বেড়াই মনে মনে
মনটা কাঁদে দারুণ দহনে
হৃদয় খোঁজে শয়নে স্বপনে
ফিরবে না ওরা আর এ জীবনে।।

দেখতে পাবো না আর
ওরা যে আমার আসল মণিহার।
হৃদয়ভরা শোক বাতাসে ভাবি,
ওরা যেন আবার আসে।।

ওদের জন্য কাঁদে আকাশ
কাঁদে পুকুরের হাঁস
গাছপালাগুলো গুমরে গুমরে
দ্যাখো ফেলে নিঃশ্বাস।

মা-বোনেদের রান্না বন্ধ
চুলগুলো এলোমেলো
তাদের বুকফাটা চিৎকার
হামাদিরা কি শুনলো?

শুনবে-শুনবে-শুনবে বন্ধু
কাঁদে গ্রাম কাঁদে পুকুর হিন্দু
যেদিন থাকবে না বন্দুক-এর দাস
সেদিন তখন শূন্য হাতে ফেলবে দীর্ঘশ্বাস!

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

28 March, 2025 • Friday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৬৮ ম্যাক্সিম গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬)

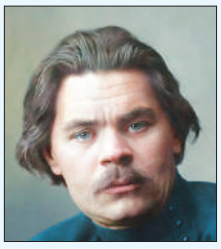

এদিন জন্মগ্রহণ করেন। শোনা যায় ম্যাক্সিম গোর্কিকে কোনও এক পত্রিকা-সম্পাদক অনুরোধ করেছিলেন তাঁর আত্মজীবনী লেখার জন্য। গোর্কি নাকি সেই অনুরোধ রেখেছিলেন এবং মাত্র এই ক'টি লাইন লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন : '১৮৬৮— জন্ম, নিঝনি নোভোগোরোদ-এ। ১৮৭৮— জনৈক মুচির সহকারী। ১৮৭৯— এক শিল্পীর কাছে অ্যাপ্রেন্টিস। সেখানে দেবদেবীর ছবি আঁকত। ১৮৮০— ভোলগা নদীর স্টিমারের কেবিন-বয় (স্টিমারের রাঁধুনির কাছে পড়তে শেখে)। ১৮৮৩— একটা বিস্কুট ফ্যাক্টরির কর্মী। ১৮৮৪— মুটের কাজ। ১৮৮৫— আত্মহত্যার চেষ্টা। ১৮৮৯— রেলকর্মী। ১৮৯০— অ্যাডভোকেটের ক্লার্ক (এখানে লিখতে শিখেছে)। ১৮৯১— লবণ-কলের মেশিন-চালক; শেষের দিকে ভ্যাগাবন্ড। ১৮৯২— প্রথম গল্প রচনা : মকর চুদ্রা (Makar Chudra) এবং খ্যাতি ও বিত্ত।' বিষয়টা বেশ মজার সন্দেহ নেই। কিন্তু এর পিছনে একটা তিক্তরসের আভাস পাওয়া যায়। তাই হয়তো আলেক্সি মাক্সিমোভিচ পেশকভ নাম পালটে তিনি হয়ে গেলেন ম্যাক্সিম গোর্কি এবং আজও পর্যন্ত রয়েও গেলেন তা-ই। রুশ শব্দ 'ম্যাক্সিম'-এর অর্থ তেতো। ১৯১৩ সালে শুরু করে দশটি বছরের শেষে গোর্কি তাঁর তিন খণ্ডের আত্মজীবনী রচনা সম্পূর্ণ করেন। আর তাই নিয়ে তিন পর্বের একটি অসামান্য ছবি নির্মাণ করেছিলেন বিখ্যাত রুশ চলচ্চিত্রকার মার্ক দনস্কয়— 'চাইল্ডহুড অব গোর্কি' (১৯৩৮), 'মাই অ্যাপ্রেন্টিসশিপ' (১৯৩৯) এবং 'মাই ইউনিভার্সিটিজ' (১৯৪০)। অনেকে এই চলচ্চিত্রত্রয়কে শ্রেষ্ঠ জীবনীচিত্র বলে স্বীকৃতিও দিয়েছেন। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি 'মা'-এর বিষয়ে উৎপল দত্তের মূল্যায়ন চমকপ্রদ : 'একেবারে সঠিক মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী চিন্তা প্রয়োগ করলে আমার মনে হয়, ম্যাক্সিম গোর্কি নাট্যকার হিসেবে শ্রমিকশ্রেণির নাট্যকার নন। শ্রমিকশ্রেণির মুখপাত্র হিসেবে ম্যাক্সিম গোর্কি ব্যর্থ— নাট্যকার ম্যাক্সিম গোর্কি। ঔপন্যাসিক ম্যাক্সিম গোর্কি, 'মা' উপন্যাসের লেখক ম্যাক্সিম গোর্কি নিশ্চয়ই শ্রমিকশ্রেণির কথা বলেছেন।' ব্যক্তি মানুষ হিসেবেও চমকপ্রদ ছিলেন তিনি। জারের শাসনকালে অভিনেত্রী-বান্ধবীকে নিয়ে বিদেশে আশ্রয়। ১৯১৭ সালে হিংসার মাধ্যমে ক্ষমতা দখল পছন্দ করেননি, পরে মানিয়ে নিয়েছিলেন। পার্টি-সদস্য না হয়েও আজীবন বলশেভিকদের সমর্থন এবং অর্থসাহায্য করে গিয়েছেন। সোভিয়েত কর্মকর্তাদের খবরদারি এড়াতে আবারও স্বেচ্ছা-নির্বাসনে ইতালি চলে যাওয়া। লেনিনের সঙ্গে প্রচণ্ড মতানৈক্য, লেনিনের সম্পর্কে যা-নয়-তাই সমালোচনা। কয়েক বার নাম উঠলেও নোবেল পুরস্কার পেলেন না। সাহিত্যস্রষ্টা হিসেবে প্রশংসিত এবং সমালোচিতও। সোভিয়েত রাজত্বে একের পর এক শ্রেষ্ঠ সম্মানে সম্মানিত। স্তালিনের ডাকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন, বছর কয়েক পরেই মৃত্যু— কারণ এখনও রহস্যাবৃত।

১৯৪১ ভার্জিনিয়া উলফ (১৮৮২-১৯৪১)

এদিন ইংল্যান্ডের রডমেলে আত্মহত্যা করেন। বিংশ শতাব্দীর আধুনিকতাবাদী সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম। পুরো নাম এ্যাডেলাইন ভার্জিনিয়া স্টিফেন। বিয়ের পর তিনি উলফ পদবীটি গ্রহণ করেন। 'যদি নিজস্ব একটা ঘর আর ৫০০ পাউন্ডের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়, নারীরাও অনেক উন্নতমানের সাহিত্য উপহার দিতে পারবে'— মনে করতেন ভার্জিনিয়া। দীর্ঘদিন বিষণ্ণতায় ভোগার ফলে বেঁচে থাকবার তীব্রতা কমে যায় তার। নিজের হাতে তুলে নেন নিজেকে ধ্বংসের দায়িত্ব। নিজের ওভারকোটটির পকেটে নুড়িপাথর ভরে এদিন বাড়ির পাশে লন্ডনের ওউজ নদীতে ডুব দেন । জীবনে আর ফিরে আসেননি, জলের সঙ্গে একাকার হয়ে যান। ১৮ এপ্রিল তাঁর দেহের কিছু অংশ পাওয়া যায়। স্বামী লিওনেল সেই দেহাবশেষ সাসেক্সের মংক হাউজের একটি এলম গাছের নিচে সমাহিত করেন।

১৯৩০ কনস্টান্টিনোপল শহরের নতুন নামকরণ হল এদিন। খ্রিস্টপূর্ব ৬৫৭ অব্দে তৈরি হয় এই শহর। নাম ছিল বাইজান্টিয়াম। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে কনস্টান্টাইন দ্য গ্রেটের নামানুসারে কনস্টান্টিনোপল নাম হয়। কনস্টান্টাইন এটিকেই তাঁর রাজধানী করেন। অবশেষে এদিন তুরস্কের এই শহরের সরকারিভাবে স্থায়ী নাম হয় ইস্তানবুল।

১৯৬৯ আইজেনহাওয়ার (১৮৯০-১৯৬৯) এদিন প্রয়াত হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৪তম প্রেসিডেন্ট। ১৯৫৩-'৬৩ ওই পদে আসীন ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পশ্চিম ইউরোপে মিত্র শক্তির সুপ্রিম কমান্ডার ছিলেন।

১৯৩৯ স্পেনের স্বৈরশাসক ফ্রান্সিস্কো ফ্রাঙ্কো এদিন স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ দখল করেন। এরপর ফ্যাসিবাদী ইতালি ও নাৎসি জার্মানির মদতপুষ্ট জাতীয়তাবাদী বাহিনীর প্রধান হিসেবে স্পেনের নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করেন। ফলে ফ্রাঙ্কো 'এল কদিলো' বা স্পেনের নেতা নির্বাচিত হয়ে আমৃত্যু দেশ শাসন করে ইউরোপের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী স্বৈরশাসকের মর্যাদা পান।

পার্টির কর্মসূচি

বরানগর পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডে আয়োজিত ইফতার পার্টিতে অংশ নিলেন স্থানীয় বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আগামী ১ এপ্রিল থেকে শুরু হতে চলা মহিলা তৃণমূলের 'অঞ্চলে আঁচল', 'তোমার ঠিকানা উন্নয়নের নিশানা, 'এসো হে বৈশাখ ও শঙ্খযাত্রা' এবং রক্তবন্ধন-সহ একগুচ্ছ কর্মসূচি রূপায়ণের রূপরেখা তৈরি করতে হাওড়ার সমস্ত ব্লকের মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী ও কর্মীদের নিয়ে দলের জেলা কার্যালয়ে বৈঠক করলেন হাওড়া সদর মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী ও বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরী।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৩৩৫

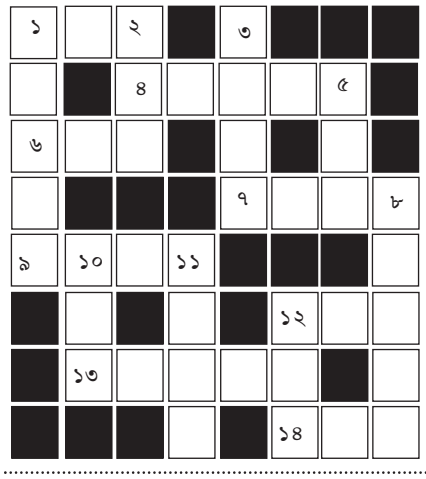

পাশাপাশি : ১. উত্তমমধ্যম প্রহার ৪. অত্যন্ত উজ্জ্বল ৬. খোরাক ৭. নতুনত্ব, তারুণ্য ৯. কাছাকাছি ১২. কষ্ট, যন্ত্রণা ১৩. পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ১৪. পিতা।

উপর-নিচ : ১. অবিশ্রাম কেবল পরের ভার বহন করে যার জীবন কাটে ২. আবিষ্কার ৩. ঘোড়ার জিন ৫. পুত্র ৮. ভয়ংকর ও যথেচ্ছ ধ্বংসকার্য ১০. বিবাহাদিতে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী ১১. শিশুকাল ১২. একজনের মতো অন্ন পাকের হাঁড়ি।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৩৩৪ : **পাশাপাশি :** ১. পল্লিগ্রাম ৩. তারিফ ৫. শঠ ৭. নজির ৮. সচিব ১০. বিরহ ১২. স্তাবক ১৪. রদ ১৭. রবার ১৮. টিটপনা। **উপর-নিচ :** ১. পরেশ ২. মলন ৩. তামরস ৪. ফক্কা ৬. ঠক্কর ৯. চিক্কুর ১১. হস্তাক্ষর ১৩. কমিটি ১৫.দস্তানা ১৬. ধুর।

২৭ মার্চ কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৮৮৩৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৮৮৮০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৮৪৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	৯৯৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	৯৯৫৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৬.৭০	৮৫.০২
ইউরো	৯৪.৩৯	৯১.৭৩
পাউন্ড	১১২.১২	১১০.১৫

নজরকাড়া ইনস্টা

■ দেবলীনা কুমার

■ কৌশানী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রিন্ট ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮৯, চৌভাগা ওয়েস্ট, চায়না মন্দিরের কাছে, কলকাতা ৭০০ ১০৫ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. 789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105 Regd. No. WBBEN / 2004/14087
● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

28 March, 2025 • Friday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

১৮৮৭ সালের পিয়ানোয় সুরমূর্ছনা

উই শ্যাল ওভারকাম
প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে

কুণাল ঘোষ • লন্ডন (মুখ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গী)

দুপুর গড়াতে শুরু করেছে। অক্সফোর্ডে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পৌঁছতেই উষ্ণ অভিনন্দন, আপ্যায়ন এবং আচার-আচরণে পরিষ্কার, প্রতীক্ষার যেন অবসান। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সম্বন্ধে এখানকার মানুষ অনেক কিছু শুনেছেন কিন্তু এবার মুখোমুখি হয়ে আরও কিছু জানতে চান। মুখ্যমন্ত্রীকে আপ্যায়ন করে অক্সফোর্ডের যে ঘরটিতে বসানো হয় তার চার দেওয়ালে অসংখ্য ছবি প্রাচীন ঐতিহ্যকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। বসতে যাবেন এমন সময় মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্য করলেন কয়েক হাত দূরেই গ্র্যান্ড পিয়ানো। সুরের মূর্ছনা তোলার লোভ সামলাতে পারলেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৮৭ সালের গ্র্যান্ড পিয়ানো। হঠাৎই সেখানে বেজে উঠল রবীন্দ্র-সুরের ঝঙ্কার। প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে, পুরানো সেই দিনের কথা। আবার উই শ্যাল

ওভারকামের সুরধ্বনি শোনা গেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতের স্পর্শে। সৃজনশীল মানুষকে যে তাঁর আগ্রহের বিষয় চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে, তার প্রমাণই মিলল এদিন। বৃহস্পতিবার ব্রিটিশ আমলের সেই বহু প্রাচীন পিয়ানো দেখেই ছুটে গেলেন তিনি। বাড়িতে নিয়মিত ক্যাসিও সিন্থেসাইজারের চর্চা করেন। প্রায় তিন দশক ধরে তাঁর সঙ্গী সেই যন্ত্র। মুখ্যমন্ত্রী গান ভালবাসেন, সুর নিয়ে চর্চা করেন। ফলে পিয়ানো বাজিয়ে যে তিনি সুরের ঝঙ্কার তুলবেন, পিয়ানোয় প্রাণের সঞ্চার করবেন, তা আর নতুন কী। টুংটাং করে মুখ্যমন্ত্রীর স্পর্শে বেজে ওঠে, 'আমরা করব জয়', 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে', 'পুরানো সেই দিনের কথা'। বিলেতের মাটিতে, বাংলার এই মন কেমন করা গানের সুরে তখন সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ। তবে এত বছরের পুরনো পিয়ানো বাজাতে গিয়ে কিছুটা বেগ পেতে হয় মুখ্যমন্ত্রীকে। বললেন, রিডগুলো ভালভাবে কাজ করলে আরও ভাল বাজাতে পারতাম।

ঐতিহ্যের অক্সফোর্ডে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী

লন্ডন থেকে অক্সফোর্ড, গানের উৎসবের মাঝে মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : লন্ডন থেকে অক্সফোর্ড। বাসে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক। সামনের আসনে মুখ্যমন্ত্রী। পাশে লতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবির মতো দু'পাশ জুড়ে একের পর এলাকা পেরিয়ে যাচ্ছে। সবুজের সমারোহ। প্রতিনিধি দলের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধ, বাংলার ঐতিহ্য বজায় থাক। গানে-গানে বন্ধন যাক টুটে। মুখ্যমন্ত্রী শুনছেন আর প্রতিনিধি দলে থাকা সাংবাদিক থেকে শুরু করে অন্যরা গানে গলা মিলিয়ে চলেছেন। অপূর্ব সে দৃশ্য! যাঁরা গাইছেন তাঁরাও পুলকিত। এমন একটা পরিবেশের মধ্যে গান গাইতে কার না ভাল লাগে! রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদ, আধুনিক— কোনও গানই বাদ গেল না। গানের উৎসবের মধ্য দিয়ে

এগিয়ে চলেছে ভলভো বাস। সকলেই জানতে চাইছেন, মুখ্যমন্ত্রী কী বলবেন। বাসে ওঠার সময়েই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বক্তৃতার জন্য আলাদা করে পড়াশোনা করিনি। এভাবে আমি কোনওদিনই করি না। জীবনে চলার পথে এগিয়ে যেতে যেতে যা জেনেছি, শিখেছি, বুঝেছি, আত্মস্থ করেছি— সে কথাই বলি। বলব। তবে এটা ঠিক আমার কানে কানে যদি কেউ কিছু বলেন তাহলে সে-সব তথ্য মুখস্থ হয়ে যায়। মুখ্যসচিবকেই জিজ্ঞাসা করুন না, উনি কিছু বললে আমি মনে রেখে দিই। পড়াশোনায় আমি ফাঁকিবাজ হতে পারি, কিন্তু সব খবর রাখি। সব ব্যাপারে প্রস্তুত থাকি। আসলে এটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুদূর বিলেতে গিয়েও বাংলার সোঁদা গন্ধ যাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে। যাঁর সরল সাদা-সিধে জীবনযাপন শুধু দেশ নয়, বিদেশের মানুষকেও সমানভাবে কাছে টেনে নেয়। মুখ্যমন্ত্রী অক্সফোর্ডে দাঁড়িয়ে সে কথাই বললেন। জানালেন, তিনি বেতন নেন না, পেনশন নেন না। ঘটনা এটাই, দেশে এমন মুখ্যমন্ত্রী আছেন কেউ?

বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদদের সঙ্গে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : অক্সফোর্ডের মূল অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার আগে সেখানকার অধ্যাপক, বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ এবং পড়ুয়াদের সঙ্গে আলাদা করে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। ছিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। এই বৈঠকে বাংলার প্রশাসনিক ব্যবস্থা, সামাজিক উন্নয়ন এবং একাধিক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিয়ে বিশদে আলোচনা হয়। লন্ডনের ছাত্রছাত্রীরা, শিক্ষক-অধ্যাপকরা বাংলা সম্পর্কে খুঁটিয়ে জানতে চান মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। ২০১১ সালের পর থেকে গত ১৩ বছরে বাংলায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিয়েছেন, তা ব্যাখ্যা করেন। এই আলোচনায় নিজের মতো করে বাংলার কথা বলেন সৌরভও। কয়েকটি বিষয়ে পাশে থাকা মুখ্যসচিবকেও বলতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
28 March, 2025 • Friday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

নতুন ইতিহাস

বাংলার মানচিত্রে ২৭ মার্চ নতুন ইতিহাস তৈরি হল ব্রিটেনের অক্সফোর্ডে। দেশের মধ্যে বাংলার উন্নয়ন এবং ক্রমশ সকলকে ছাড়িয়ে প্রথম স্থানে চলে আসার রহস্য উন্মোচন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কীভাবে বাংলা এগোচ্ছে? অর্থনীতি থেকে সামাজিক প্রকল্পগুলি ধরে ধরে ব্যাখ্যা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। বোঝালেন দেশের আর কোনও রাজ্যে এতগুলি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রকল্প নেই। এই প্রকল্পগুলি এতটাই জনপ্রিয় যে নয়-নয় করে কম করে ২২টি রাজ্য এই প্রকল্প নকল করছে। এখানেই বাংলার সার্থকতা। এটা যদি উন্নয়নের চিত্র হয়, তাহলে নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলতে গিয়ে কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, রূপশ্রী, বিধবাভাতা-সহ প্রকল্পগুলির কথা বলেছেন। এই আর্থিক সাহায্যগুলি মহিলাদের সাহস জুগিয়েছে। নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর আনন্দটা দিতে পেরেছে। এটা যেমন একটা দর্শন তেমনি পাশাপাশি আর একটি দর্শন মানবতার দর্শন। বাংলা মানে শুধু বাংলা ভাষাভাষী নয়, বাংলা মানে সব ধর্মের, সব ভাষার মানুষের মিলনক্ষেত্র। এই ভালবাসা, এই মানবতার জয়গান মুখ্যমন্ত্রী অক্সফোর্ডের মঞ্চ থেকে করেছেন। বলেছেন, নিজেদের উপর বিশ্বাস রাখুন। হারলে চলবে না। লড়াই করতে হবে। কারণ সংগ্রামীরাই শেষ পর্যন্ত থেকে যায়, তাদের জিত হয়। মুখ্যমন্ত্রীর কথায় অভিভূত ব্রিটেনবাসী।

e-mail থেকে চিঠি

আন্দামানের জেলে বিপ্লবী উল্লাসকর, বারীনের মূর্তি হচ্ছে না!

বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও পুলিনবিহারী দাসের আবক্ষ মর্মরমূর্তি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০০৬ সালের ২০ মার্চ আন্দামান কর্তৃপক্ষকে প্রদান করেন। আজ পর্যন্ত সেই মূর্তি দু'টি স্থাপন তো দূরের কথা, বাক্সবন্দি অবস্থা থেকে মুক্তই হয়নি! আন্দামানের এবং জেলে বাঙালি বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত এবং বারীন্দ্রনাথ (বারিন) ঘোষের মূর্তি নির্মাণের কোনও পরিকল্পনা নেই কেন্দ্রীয় সরকারের। সম্প্রতি রাজ্যসভায় এমনটাই জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক। সেলুলার জেলে সবচেয়ে বেশি অত্যাচারিত হয়েছিলেন উল্লাসকর। ব্রিটিশদের নথিতেই সেই উল্লেখ রয়েছে। তখন পোর্ট ব্লেয়ারে বিদ্যুৎ ছিল না। কলকাতা থেকে ব্যাটারি এনে উল্লাসকরকে বছরের পর বছর বৈদ্যুতিক শক দেওয়া হয়েছিল। ১৯০৯ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত অত্যাচার চলেছিল। ১৯১৫ সালে বারীন সেলুলার জেল থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তার আগে সেলুলার জেল ভেঙে পালানোর ঘটনাকে প্রায় 'অসম্ভব' বলে মনে করা হত। ধরা পড়ার পরে তাঁকে পাঁচ বছর নিঃসঙ্গ কারাবাসে থাকতে হয়েছিল। সেলুলার জেলে 'লাইট অ্যান্ড সাউন্ড' শো'তে দেখানো হয়, উল্লাসকর জেলের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচবার জন্য পাগল সেজে গিয়েছিলেন এবং তাঁকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন বন্দিদের প্রতি সহৃদয় এক ইংরেজ ডাক্তার। সর্বৈব মিথ্যা কথা। তাঁর সহবন্দি উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'নির্বাসিতের আত্মকথা'য় লিখেছেন জেলে প্রচণ্ড অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় তাঁদের জেলের বাইরে কাজ করতে পাঠানো হয়। উল্লাসকরকে রৌদ্রে ইট তৈয়ার করিতে দেওয়া হয়েছিল। উল্লাসকর জ্বরে অজ্ঞান হয়ে যান। রাত্রে শরীরের উত্তাপ ১০৬ ডিগ্রি পর্যন্ত চড়ে। উন্মাদরোগগ্রস্ত হয়ে পড়েন তিনি। ওই সময় জেলের ভিতর সাভারকরদের মনোভাব কী ছিল? উপেন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''মারাঠী নেতাদের মতে যেহেতু বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গানে সপ্তকোটি কণ্ঠের কথা আছে, ত্রিশ কোটি কণ্ঠের কথা নাই, এবং যেহেতু বাঙালী কবি লিখিয়াছেন 'বঙ্গ আমার জননী আমার' সেইহেতু বাঙালীর জাতীয়তাবোধ অতি সঙ্কীর্ণ। একজন আর্যসমাজী নেতা বাঙালী-বিদ্বেষ বশত একদিন বলিয়াছিলেন যে, যেহেতু রামমোহন রায় এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন করিবার জন্য ইংরাজ গভর্নমেন্টকে পরামর্শ দিয়াছিলেন সেহেতু তিনি দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক। এরূপ যুক্তির পাগলা-গারদ ভিন্ন আর অন্য উত্তর নাই। মারাঠী নেতাদের মনে এই বাঙালী-বিদ্বেষের ভাবটা কিছুটা বেশী প্রবল...। ভারতবর্ষে যদি একতা স্থাপন করিতে হয় তাহা হইলে তাহা মারাঠার নেতৃত্বেই হওয়া উচিত— ইহাই তাঁহাদের মনোগত ভাব। হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবীরা গোঁয়ার, বাঙালী বাক্যবাগীশ, মাদ্রাজী দুর্বল ও ভীরু— একমাত্র পেশোয়ার বংশধরেরাই মানুষের মতো মানুষ— নানা যুক্তি-তর্কের ভিতর দিয়া এই সুরই ফুটিয়া উঠিত।'' এগুলো ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

— **তপনকুমার নাগ, টালিগঞ্জ, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

আমরা চলেছি পেছন পানে, কে আমাদের বাঁচাবে?

হচ্ছেটা কী! নরেন্দ্র মোদির প্রধানমন্ত্রিত্বে আয়ের তুল্যমূল্য অঙ্কে প্রায় ২০০ বছর বা ১৮২০ সালে পিছিয়ে গিয়েছে ভারতের মধ্যবিত্ত। গর্ভবতী মহিলাদের জন্য বিশেষ কর্মসূচির সঠিক বাস্তবায়নের জন্য ১২ হাজার কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন। অথচ ২০২৫-'২৬ আর্থিক বছরে এই খাতে বরাদ্দ হয়েছে মাত্র আড়াই হাজার কোটি টাকা। পৃথক বাজেটের অভাবে মুখ থুবড়ে পড়তে চলেছে 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' প্রকল্পও। লিখছেন **দেবলীনা মুখোপাধ্যায়**

টাইম মেশিনে চাপিয়ে আমাদের পেছন পানে নিয়ে চলেছে মোদি জমানা। নরেন্দ্র মোদির প্রধানমন্ত্রিত্বে আয়ের তুল্যমূল্য অঙ্কে প্রায় ২০০ বছর বা ১৮২০ সালে পিছিয়ে গিয়েছে ভারতের মধ্যবিত্ত।

নাহ্! একথা তৃণমূল কংগ্রেস বলছে না। বলছে আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন (আইএলও)।

দেশবাসীকে সর্বক্ষণ 'অমৃত ভারতে'র স্বপ্ন দেখিয়ে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর দলের শীর্ষ নেতারা। ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার কথাও বলছেন।

কিন্তু আইএলও সাফ জানাচ্ছে, ২০২৩ সালে জাতীয় আয়ের নিরিখে ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণির রোজগার স্বাধীনতা-পূর্ব, এমনকী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমলের পরিস্থিতিতে পৌঁছে গিয়েছে। মোদি সরকার অবহেলা করছে গরিব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে। তারই ফল এটা। সন্দেহ নেই, স্বাধীন ভারতে গত ৭৮ বছরে আর কোনও সরকার সাধারণ মানুষকে আর্থিকভাবে এতটা পঙ্গু করে ছাড়েনি। আর্থিক বৈষম্য এর আগে কখনও এমন ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেনি। ধনকুবেররা আরও সম্পদশালী হয়ে উঠছে। গরিব সর্বস্বান্ত হচ্ছে। একে তো নামমাত্র বেতন মিলছে। তার মধ্যে বেতন বৃদ্ধির হারও প্রায় শূন্যের কাছে। সব মিলিয়ে মধ্যবিত্তের জীবন নরক হয়ে উঠেছে! আজ মধ্যবিত্তের উপার্জনের দশা ব্রিটিশ রাজেরও আগে, সেই ১৮২০ সালের অবস্থায় ফিরে গিয়েছে। আধুনিক ডিগ্রি বা সুপ্রশিক্ষিত চাকরি থাকা সত্ত্বেও তাঁরা যে বেতন পান, তা গোটা বিশ্বে সপ্তম নিম্নতম। আইএলও-র ওয়ার্ল্ড ইনইকুয়ালিটি ডেটাবেস রিপোর্ট বলছে, ২০০৬ সালে বেতন বৃদ্ধির হার ছিল ৯.৩ শতাংশ। ২০২৩ সালে সেটাই কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ০.১ শতাংশে। ঘণ্টা-পিছু গড় উপার্জন হিসেবে ভারতীয় শ্রমিকরা যা হাতে পান, তা গোটা বিশ্বের নিরিখে পঞ্চম সর্বনিম্ন।

এর মধ্যে সাধারণ মানুষকে কর, মুদ্রাস্ফীতি ও আর্থিক অব্যবস্থার বোঝা বইতে হচ্ছে। গরিব, মধ্যবিত্ত ও অবহেলিত মানুষ ডুবছে। আর মোদি সরকার সবকা সাথ সবকা বিকাশের গালভরা স্লোগান দিয়ে বেড়াচ্ছে। ১৮২০ সালে দেশের মোট জাতীয় উপার্জনের মধ্যে ১০.৮ শতাংশ আসত দরিদ্রতম এক-তৃতীয়াংশ জনতার হাতে। সেটাই ২০২৩ সালে কমে হয়েছে ৬.৪ শতাংশ। মধ্যবিত্ত এক-তৃতীয়াংশ জনতার ক্ষেত্রে তা ১৫ শতাংশ থেকে কমে ১৪.৯ শতাংশ হয়েছে। অন্যদিকে, ১৮২০ সালে জাতীয় উপার্জনের ৭৩.২ শতাংশ ছিল ধনীতম এক-তৃতীয়াংশের হাতে। সেটাই ২০২৩ সালে বেড়ে হয়েছে ৭৭.৮ শতাংশ।

আইএলও-র পরিসংখ্যান বলছে, ভারতে মধ্যবিত্তের গড় আয় বছরে ২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। ফলে সবথেকে সস্তা আইফোনের দামও তাদের তিনমাসের রোজগারের সমান!

সব মিলিয়ে মনে পড়ে যাচ্ছে, 'হীরক রাজার দেশে' ছবিতে চরণ দাসের কথা। সে

গান বেঁধেছিল, 'হীরার খনির মজুর হয়েও কানাকড়ি নাই'।

দেশে 'আচ্ছে দিন' এসে গেলেও, আমরাও তেমনই 'ভাল নাই'।

এখানেই শেষ নয়। আরও আছে বাকি। ২০১৩ সালের ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট (এনএফএসএ) আইনের আওতায় গর্ভবতী মহিলাদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি রয়েছে। সঠিক বাস্তবায়নের জন্য ১২ হাজার কোটি টাকার বাজেট-বরাদ্দ প্রয়োজন। অথচ ২০২৫-'২৬ আর্থিক বছরে এই খাতে বরাদ্দ হয়েছে মাত্র আড়াই হাজার কোটি টাকা। কীভাবে পরিষেবা পাবেন গর্ভবতী মহিলারা? ২০২২-'২৩ আর্থিক বছরে এই কর্মসূচির আওতায় সারা দেশের প্রায় ৬৮ শতাংশ গর্ভবতী মহিলা মাতৃত্বকালীন আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছেন। কিন্তু তার পরের আর্থিক বছরেই সেই হার কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১২ শতাংশে। আর ২০২৫-'২৬ আর্থিক বছরের জন্য যে বাজেট ঘোষণা হয়েছে, তাতে আলাদা করে সংশ্লিষ্ট 'প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা' যোজনার উল্লেখমাত্র নেই।

এই সরকার নাকি মহিলাদের ক্ষমতায়ন করবে!

অমিত শাহ ক'দিন আগেই বলেছেন, বিজেপির সরকার গরিবদের জন্য নিবেদিত। তাই দিল্লিতেও পদ্মফুল ফুটেছে। আয়ুষ্মান ভারতের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিমার সুবিধাও লাগু হয়ে গিয়েছে। বাকি রয়েছে স্রেফ বাংলা। ওখানেও সরকার আসার পর আয়ুষ্মান ভারত চালু হয়ে যাবে।

শাহজিকে বলি, বাংলায় আর আপনাদের কিছু করতে হবে না। অনেক আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প চালু করে দিয়েছেন।

সত্যিটা আর চাপা দিয়ে লাভ নেই।

মোদি সরকার এখন যে স্বাস্থ্যবিমা আয়ুষ্মান ভারতের বড়াই করছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক আগেই বাংলার জন্য স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিমার প্রকল্প করে দিয়েছেন। ফলে বিজেপিকে আর বাংলায় ক্ষমতা দখল করতে হবে না। ওদিকে, অর্থাভাবে সমস্যা-জর্জরিত হয়ে পড়ছে 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' প্রকল্পও।

মোদিজি কি শুনছেন?

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

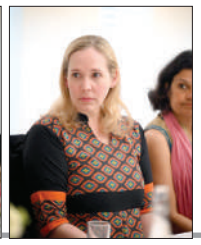

রাজ্য

28 March, 2025 • Friday • Page 5 || Website - www.jagobangla.in

৬ পিস বাম-রামকে চিনে রাখুন ■ অসভ্যতা ছক্কায় ওড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী

মূল পান্ডাদের চিনে রাখুন

প্রতিবেদন : অক্সফোর্ডে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় যে ৬ পিস রাম-বাম হইচই বাধাতে গিয়ে জনতার ঘাড়ধাক্কা খেয়েছে তাদের মাথা হল সুচিন্তন দাস। সুচিন্তন রবীন্দ্রভারতীর ইতিহাসের অধ্যাপক সুস্নাত দাসের ছেলে। সুস্নাত দাস রাজ্যপাল নিযুক্ত অধ্যাপকের আমলে ডিন হয়েছেন। সুস্নাত কয়েকদিন আগেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নির্বাচনে দাঁড়িয়ে তৃণমূল সমর্থকদের প্যানেলের কাছে গোহারা হেরে যান। আরও দু'জনকে পাওয়া গিয়েছে, যারা এসএফআইয়ের সক্রিয় সদস্য। মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চ থেকেই 'অসভ্য'দের বলেছিলেন, তোমাদের কোনও নেতা কোথাও যাওয়ার পর এরকম হলে সামলাতে পারবে তো? এখানে এসব না করে দলগুলিকে শক্তিশালী করতে বলো। সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়ো। মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চ থেকেই কার্যত নাম না করে স্পষ্ট করেন, এই ৬ পিসের রাজনৈতিক পরিচিতি। এসএফআই পোস্ট করা সেই পরিচিতিকেই মান্যতা দিল।

উপরে সুচিন্তন দাস। নিচে দায় স্বীকার করে এসএফআইয়ের পোস্ট।

কলকাতায় অক্সফোর্ডের ক্যাম্পাস করুন

প্রতিবেদন : বাংলায় অক্সফোর্ডের ক্যাম্পাস করুন। রাজ্য সরকার জমি দেবে। সবরকম সাহায্য করবে। অক্সফোর্ডে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বললেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, বাংলা বিবেকানন্দের রাজ্য। এখানে পড়ুয়ারা সবসময়েই তৈরি রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এগিয়ে এলে সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হবে। বাংলার পড়ুয়াদের কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে প্রতিভাবান পড়ুয়ারা। তারা রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করেছে। ছাত্ররাই সমাজের ভবিষ্যৎ। কলকাতা এখন চাকরির বড় গেটওয়ে হয়ে উঠেছে দেশে। বেকারত্বের হার ৪৬ শতাংশ কমেছে। আন্ডার প্রিভিলেজ সেকশন থেকে প্রায় পৌনে দু'কোটি মানুষ উঠে এসেছেন। স্কুল ড্রপ-আউট ২ শতাংশেরও কমে এসে দাঁড়িয়েছে। ফলে অক্সফোর্ডের ক্যাম্পাস হলে বাংলার মানুষ এবং দেশের মানুষ উপকৃত হবেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রস্তাব এদিন থেকেই আলোচনার স্তরে নিয়ে গিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

৬ পিস কাপুরুষ বাম-রাম

(প্রথম পাতার পর)

প্রান্তিক চাষি থেকে আইটি সেক্টর, কন্যাশ্রী থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্য থেকে শিক্ষা-শিল্পে কেন ও কীভাবে অন্যান্য রাজ্যকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে বাংলা। শোনালেন নারী ক্ষমতায়ন ও শিশুদের জন্য তাঁর যুগান্তকারী পরিকল্পনাগুলির কথা। সেইসঙ্গে কলকাতায় অক্সফোর্ডের একটি ক্যাম্পাস তৈরির অনুরোধ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। জমি দেবে রাজ্য সরকার। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতার সময় তাঁর এক-একটা লাইনে হাততালির ঝড় বয়ে গিয়েছে। ছোট থেকে লড়াই-সংগ্রাম করে উঠে এসে যেভাবে বৃহত্তর রাজনৈতিক সংগ্রামের পর ৩৪ বছরের সিপিএমকে হারিয়ে বাংলাকে বদলে দিয়েছেন সেই কথা শোনার সময় বারবার জনতা কুর্নিশ জানিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে। তাঁর ভিশন ও মিশন শুনে, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো অকুতোভয় শপথে বারবার উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানিয়েছে। নিজের স্বাভাবিক বাচনভঙ্গি ও সরলতায়-সহজতায় উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রী-জনতার উষ্ণ অভ্যর্থনায় ভেসেছেন।

বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের দেশে বাংলায় কীভাবে কোনও বিভাজন ছাড়া সর্বধর্ম সমন্বয় বজায় রেখে এগিয়ে চলেছে বাংলা সেই উদাহরণও তুলে ধরেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তাঁর রাজ্যে ৩৩ শতাংশ সংখ্যালঘু, এছাড়াও আদিবাসী, তফসিলি জাতি-উপজাতি ও অন্য সাধারণ মানুষ রয়েছেন। সকলেই বাংলায় নিজেদের ধর্ম-সংস্কৃতি মেনে একসঙ্গে নিশ্চিন্তে বাস করেন।

তাঁর তৈরি ৯৭টি সামাজিক প্রকল্প কীভাবে বাংলার মানুষকে সুরক্ষা দিচ্ছে সে-কথাও বলেছেন। অর্থনৈতিক ভাবে শক্তিশালী না হলে যে কোনও দেশ বা রাজ্য পরিপূর্ণতা পায় না সে কথা ব্যাখ্যা করে কোভিড-পরবর্তী অধ্যায়ে বাংলার পোক্ত অর্থনীতিকে তুলে ধরেছেন। বাংলার শিল্পের কথা বলেছেন। এবছর বিজিবিএস-এ চার লক্ষ কোটি টাকার ওপর বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে, সে-কথাও বলেছেন। আগের প্রস্তাবনার বেশিরভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে— তাও জনিয়েছেন তিনি।

বক্তব্য শেষে বিলিমোরিয়ার প্রাণশক্তি নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমার টাইটেল ব্যানার্জি। যার মানে এনার্জি। আর মানুষই আমার প্রাণশক্তি। মা মাটি মানুষই আমায় শক্তি জোগায়। একথা বলামাত্রই হাততালিতে ফেটে পড়ে হলঘর।

কফিনে শেষ পেরেকটা আজই পড়ল : দেবাংশু

প্রতিবেদন : বাম-অতিবামেরা চক্রান্ত করে অক্সফোর্ডের কেলগ কলেজে মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় গোলমাল পাকানোর চেষ্টা করেছিল। মুখ্যমন্ত্রী হাসিমুখে প্রতিটি প্রশ্নের উপযুক্ত জবাব দিয়ে তাদের সেই ছক বানচাল করে দিয়েছেন। কড়া ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন এটা রাজনীতির মঞ্চ নয়, নাটক করার চেষ্টা করবেন না। এরপরই তৃণমূলের আইটি সেলের চেয়ারম্যান দেবাংশু ভট্টাচার্য ফেসবুক বার্তায় এক হাত নিলেন সিপিএমকে। সাফ জানালেন, সিপিএমের কফিনে শেষ পেরেকটা আজ পড়ল। বাকিটা বাংলা বিচার করবে।

দেবাংশুর কথায়, সিপিএম কোনও রাজনৈতিক সংগঠন নয়। এটি একটি ভারত বিরোধী, বঙ্গ বিরোধী, মানবতাবিরোধী, অসভ্য, বর্বর, মানবরূপী জানোয়ারদের সংগঠন। এরপরই তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর অসীম ধৈর্যের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বলেন, আপনার জায়গায় আমি থাকলে পারতাম না। আপনি হাসিমুখে যে জুতোগুলো ওদের মুখে মেরেছেন, সেই প্রত্যেকটা জুতোর বাড়ি আসলে ওদের বাংলার নেতাগুলোর মুখে পড়েছে। বাংলা সবরকমভাবে এর হিসেব নেবে। ভোটের আগে, ভোটের সময় এবং ভোটের পরে।

লন্ডনে থাকা নিজেদের অসভ্য লোকগুলোকে দিয়ে এসব করিয়ে কি সিপিএম শূন্য থেকে এক হবে? মুখ্যমন্ত্রী শুধু হেসে হেসেই যা পাল্টা দিলেন তাতে বাংলা, ভারতের পাশাপাশি বিশ্ব মঞ্চেও ধিকৃত হল সিপিএম। সিপিএমের কফিনে শেষ পেরেকটা আজ পড়ে গেল।

বহিরাগতদের ধুয়ে দিলেন কুণাল

প্রতিবেদন : অক্সফোর্ডের সভায় মুখ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গী প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ। সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র কটাক্ষে লেখেন, সিপিএমের যে দু'চার পিস অক্সফোর্ডে বাঁদরামি করল, এরা দেশ, বাংলার সম্মান ভাবে না। তাদের আমলে কী হয়েছিল, ভুলে গিয়েছে। সব ঘটনা মনে করাতে হবে সারা বাংলায়। আজ সকলের বাধায় লেজ তুলে পালিয়েছে। বক্তৃতায় বাধা কেন? প্রশ্ন করো প্রশ্নোত্তর পর্বে। তা নয়, বাঁদরামিটা এদের সংস্কৃতি। এদের পরিকল্পিত অসভ্যতার খবর আগেই পেয়ে ক'দিন আগে পোস্ট করেছিলাম। এদের চিহ্নিত করে অনেকে কলকাতা কানেকশন পোস্ট করছেন। ভাল করছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত এরা বোঝে না। ডিজে শুনতে চাইছে। কুণাল জানান, মমতার সভায় গোলমাল পাকানো কেউই অক্সফোর্ডের ছাত্র নয়, তারা বহিরাগত। অক্সফোর্ডে ছ'টা বাম-রামের পরিকল্পিত অসভ্যতা উড়িয়ে ছক্কা হাঁকালেন মমতা। অক্সফোর্ড জানিয়েছে, এরা তাদের ছাত্র নয়। বহিরাগত। মমতাদি ঠান্ডা মাথায় এদের উড়িয়ে অসাধারণ ভাষণ দিলেন। উপস্থিত জনতা, ছাত্রছাত্রীদের উষ্ণতায় ভাসলেন। বললেন, দেশকে অপমান করছ কেন? এসব না করে বাংলায় তোমাদের দলগুলোকে শক্তিশালী হতে বলো। তোমাদের নেতারা কোথাও গেলে এসব হলে সামলাতে পারবে? আসলে ঈর্ষারি কোনও ওষুধ হয় না। আমার পদবি ব্যানার্জি, মানে এনার্জি। ছ'টা অসভ্য মমতাদির ভাষণে বাধার চেষ্টা করেছিল। দেখে এবং কথা শুনলেই বোঝা যায় কে বিজেপি, বাম, অতিবাম। জনতার তাড়ায় এদের পালানোর দৃশ্য ছিল দেখার মতো।

পরিসংখ্যান দিয়ে বোঝালেন মুখ্যমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

তাঁদের শুধু টাকা দেওয়া হয় তাই নয়, পেনশনেরও ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। মহিলাদের ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গ টেনে এনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলার ঘরে ঘরে মহিলাদের হাত থাকত শূন্য। সেই শূন্য হাতকে পূর্ণ করেছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। আত্মবিশ্বাস বেড়েছে প্রত্যেকটি মহিলার। ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। এই প্রকল্প এতটাই জনপ্রিয় যে অন্য রাজ্যগুলি তাকে অনুকরণ করতে শুরু করেছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে এটা ভাল লক্ষণ। বাংলার মানুষকে বিনা অর্থে বাড়ি তৈরি করে দিচ্ছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের মানুষের স্বাস্থ্যের সমস্ত খরচ বহন করছে সরকার। সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্যসাথী দিচ্ছে রাজ্য। দেশের আর কোনও রাজ্যে এই সুবিধা নেই। আর দেশের মধ্যে বাংলার লগ্নির পরিমাণের কথা বলতে গিয়ে বলেন, ১৯ লক্ষ কোটি টাকার প্রস্তাব এসেছে। যার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়েছেন সামাজিক কোন দর্শনে বাংলা ভারতের মধ্যে সেরা। কেন বাংলাকে নিয়ে আলোচনা হয়। একটা রাজ্যের ৯৭টি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প। তাঁর স্পষ্ট কথা, চেয়ারে বসলে সকলের জন্য কাজ করতে হবে। রাজ্য সরকার এই স্থির লক্ষ্যতেই উন্নয়নের অঙ্গীকার করেছে।

রাজ্য
28 March, 2025 • Friday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দুশো বাণিজ্যিক ও গৃহস্থের রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। জগদ্দলের শিবদাসপুর থানার ভবাগাছি এলাকায় বেআইনিভাবে গ্যাস রিফিলিং করে বাজারে বিক্রি করা হত। পলাতক গোডাউনের মালিক। তদন্তে পুলিশ

ভীত বিজেপিই, অঙ্ক কষে যোগীকে নিশানা দেবাংশুর

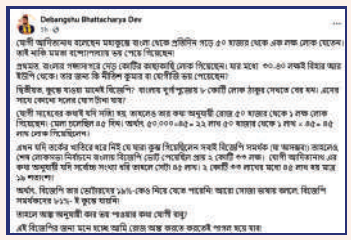

প্রতিবেদন : ফের অঙ্ক কষে বিজেপির মিথ্যের ভাণ্ড ফাঁসিয়ে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের আইটি সেলের চেয়ারম্যান দেবাংশু ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার ফেসবুক পোস্টে তিনি যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দিলেন বিজেপি কতখানি মিথ্যাচার করতে পারে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কুম্ভ নিয়ে যে মিথ্যার বেসাতি করেছেন, তা এক এক করে নিরস্ত্র করে ছাড়লেন তৃণমূলের যুবনেতা। একইসঙ্গে তিনি অঙ্ক দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন ভোটের রাজনীতিতে কার ভয় পাওয়ার কথা!

যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন মহাকুম্ভে বাংলা থেকে প্রতিদিন গড়ে ৫০ হাজার থেকে এক লক্ষ লোক যেতেন। তাই নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভয় পেয়ে গিয়েছেন! তাঁর এই যুক্তি খণ্ডন করে দেবাংশুর প্রথম যুক্তি, বাংলার গঙ্গাসাগরে দেড় কোটির কাছাকাছি লোক গিয়েছেন। যার মধ্যে ৩০-৪০ লক্ষই বিহার আর ইউপি থেকে। তার জন্য কি নীতীশ কুমার বা যোগীজি ভয় পেয়েছেন? তাঁর দ্বিতীয় যুক্তি, কুম্ভে যাওয়া মানেই বিজেপি? বাংলায় দুর্গাপুজোয় ৮ কোটি লোক ঠাকুর দেখতে বের হন। এদের সঙ্গে কোনও দলের যোগ টানা যায়? এরপর দেবাংশু বসেন অঙ্ক কষতে। তিনি লেখেন, যোগী সাহেবের কথাই যদি সত্যি হয়, তাহলেও তাঁর কথা অনুযায়ী রোজ ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ লোক গিয়েছেন। মেলা চলেছিল ৪৫ দিন। অর্থাৎ ৫০,০০০×৪৫ = ২২ লাখ ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ × ৪৫ = ৪৫ লাখ লোক গিয়েছিলেন। এখন যদি তর্কের খাতিরে ধরে নিই যে যাঁরা কুম্ভ গিয়েছিলেন সবাই বিজেপি সমর্থক (যা অসম্ভব!), তা হলেও শেষ লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় বিজেপি ভোট পেয়েছিল প্রায় ২ কোটি ৩৩ লক্ষ। যোগী আদিত্যনাথের কথা অনুযায়ী যদি সর্বোচ্চ সংখ্যা ধরি তাহলে সেটা ৪৫ লাখ। ২ কোটি ৩৩ লাখের মধ্যে ৪৫ লাখ হয় মাত্র ১৯ শতাংশ! অর্থাৎ, বিজেপি তার ভোটারদের ১৯ শতাংশকেও নিয়ে যেতে পারেনি! আরও সোজা ভাষায় বললে, বিজেপি সমর্থকদের ৮১ শতাংশই কুম্ভে যায়নি! তাহলে অঙ্ক অনুযায়ী কার ভয় পাওয়ার কথা যোগীবাবু? এর আগে দেবাংশু আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির টার্গেট নিয়ে অঙ্ক কষেছিলেন। বিরোধী দলনেতার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ঐকিক নিয়মের অঙ্কে দেখিয়ে দিয়েছিলেন প্রকৃত অর্থে বিজেপি বাংলায় কতগুলি আসন পেতে পারে। এবার যোগীকে অঙ্ক কষে দেখিয়ে দিলেন বাংলার ভোটে কাদের ভয় পাওয়ার কথা। এরপর শ্লেষের সুরে দেবাংশু লেখেন, এই বিজেপির জন্য মনে হচ্ছে আমি রোজ অঙ্ক করতে করতেই পাগল হয়ে যাব!

বিমান পরিষেবা বাড়াতে উদ্যোগী বাংলার সরকার

প্রতিবেদন : বাংলার শিল্প-সম্ভাবনা বাড়ছে। আসছে বিদেশি লগ্নি। শিল্পপতিরা আসছেন। যোগাযোগ বাড়ছে। দেশের ষষ্ঠ ব্যস্ততম কলকাতা বিমানবন্দরে বাড়ছে যাত্রী-সংখ্যা। সেই নিরিখে উড়ান পরিষেবার হার করোনা-পূর্ববর্তী সময়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে তৎপর রাজ্য। স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী এই মর্মে নবান্নে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ, বিমান সংস্থা ও ট্রাভেল এজেন্ট সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। কলকাতা থেকে এখন দেশ-বিদেশের মধ্যে কতগুলি উড়ান চলাচল করছে, তাতে যাত্রী-সংখ্যা কত, সে-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বৈঠকে। সম্প্রতি কলকাতা-লন্ডন সরাসরি উড়ান পরিষেবা চালুর প্রস্তাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইমতো বাড়তি উদ্যোগ নিতে রাজ্য সরকার বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছে। যেসব আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবা কলকাতায় আপাতত বন্ধ রয়েছে, সেগুলি ফের চালু করার জন্য বিমান সংস্থাগুলিকে উৎসাহিত করার বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। এজন্য আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থাগুলিকে বেশকিছু আকর্ষণীয় ছাড় দেওয়ার ব্যাপারেও কথা হয় বৈঠকে। এ ছাড়া শ্রীলঙ্কান এয়ারলাইন্স, ক্যাথি প্যাসিফিক, মালিন্দো এয়ার, চায়না ইস্টার্ন এয়ারলাইন্সের সঙ্গে কথা বলে আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবা কলকাতা থেকে চালু করার কথা হয়েছে। যেহেতু দেশের মধ্যে পর্যটন মানচিত্রে কলকাতা বিশেষ জায়গা নিয়ে রেখেছে, তাই বিমানযাত্রীদের কাছেও তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হবে। করোনার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে বছরে যাত্রীর গড় ছিল ২ কোটি ২০ লক্ষ। এখন তা আরও বেড়েছে।

মার্চের শেষে টানা ছুটি, বিজ্ঞপ্তি জারি

প্রতিবেদন : ক্রমেই বাড়ছে গরম। এর মধ্যে মাসের শেষে টানা ছুটিতে খানিকটা হলেও স্বস্তিতে রাজ্য সরকারের কর্মীরা। ২৯ এবং ৩০ মার্চ যথাক্রমে শনি ও রবিবার ছুটির দিন। তারপর ৩১ মার্চ এবং ১ এপ্রিল ইদ উল ফিতরের ছুটি থাকছে। তাই একটানা মিলবে ছ-দিনের ছুটি। অর্থ দফতরের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত সমস্ত কাজ ২৯ মার্চ করতে হবে। বিগত কয়েক বছর ধরে অনলাইনে সমস্ত আর্থিক লেনদেনের ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। তাই কোনও সরকারি আধিকারিক বা কর্মচারী ওইদিন ছুটি নিতে পারবেন না। জানানো হয়েছে, অনলাইনে ৩১ মার্চ রাত বারোটা পর্যন্ত এই আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা যাবে। আর অফলাইনের জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে শুক্রবার বিকেল চারটের মধ্যে যাবতীয় আর্থিক লেনদেনের কাজ করে নিতে হবে।

রাজনৈতিক সভা নয় যাদবপুরে

প্রতিবেদন : পড়াশোনার সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন কোনও বিষয়ে অনুষ্ঠান বা সেমিনারের আয়োজন করা যাবে না যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। বৃহস্পতিবার এমনই নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। একই সঙ্গে আদালতের পর্যবেক্ষণ, কোনও অনুষ্ঠান বা সেমিনারে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা কোনও নেতাকে আমন্ত্রণ জানানো যাবে না। এমনকী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও আদালতের কাছে তিন সপ্তাহের মধ্যে হলফ নামা জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আদালত জানতে চেয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কর্তৃপক্ষ কী কী পদক্ষেপ করেছেন।

হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি, শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে শুভেচ্ছা বার্তা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার ভোর থেকেই শুরু হয়েছে পুণ্যস্নান। জমজমাট উত্তর ২৪ পরগনার ঠাকুরনগরের মতুয়া উৎসব বারুণী মেলা। সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লেখেন, জয় হরিবোল, জয় হরিচাঁদ, জয় গুরুচাঁদ। মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশী তিথিতে মহাবারুণী, পূর্ণব্রহ্ম শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মদিবস উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র বিশ্বের সাধু, গোসাঁই, পাগল, দলপতি, মতুয়াভক্তবৃন্দ নির্বিশেষে সকলকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম, শুভেচ্ছা ও ভালবাসা। বারুণী মেলা এবছর ২১৪তম বর্ষে পদার্পণ করল। মমতাবালার নেতৃত্বেই জমজমাট বারুণী মেলা। প্রতি বছর চৈত্র মাসের মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশী তিথিতে ঠাকুরবাড়ি সংলগ্ন মাঠে শুরু হয়। আগামী ৭ দিন চলবে এই মেলা। বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিনিধি হয়ে বারুণী মেলায় গিয়েছিলেন রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। এদিন সকাল থেকেই করলা নদীর পাড়ে বারুণী স্নানে কয়েকশো মতুয়াদের ভিড়। সিসিটিভিতে মুড়ে ফেলা হয়েছে মেলা চত্বর। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সজাগ দৃষ্টি প্রশাসনের।

বহিরাগতের প্রবেশ নিষেধ

প্রতিবেদন : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগতদের প্রবেশ নিয়ে কলকাতা পুলিশকে বিশেষ নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালতের তরফে কলকাতা পুলিশদের বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কোনওরকম বহিরাগত কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশকে নিশ্চিত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

■ বিধাননগর পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রসেনজিৎ নাগের ব্যবস্থাপনায় দাওয়াত-ই-ইফতার মজলিস। ছিলেন বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী, অভিনেত্রী নুসরাত জাহান, মেয়র পারিষদ আরাত্রিকা ভট্টাচার্য, কাউন্সিলর নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। মেয়র দুঃস্থ মানুষদের হাতে বস্ত্র তুলে দেন। রমজান মাসে শুভেচ্ছা ও সম্প্রীতির বার্তা দেন।

■ বালি পুরসভার ৩১ নং ওয়ার্ডের মিরপাড়ায় চলছে রাস্তার কাজ। ঘুরে দেখলেন হাওড়া জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাস মিশ্র। বালি পুরসভা নতুন করে ঢালাই রাস্তা তৈরি তৈরি করল।

বেলগাছিয়ার উন্নয়নে ১০ লক্ষ টাকা দিলেন বিধায়ক

১১৩টি পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণের চেক প্রদান প্রশাসনের

সংবাদদাতা, হাওড়া : বেলগাছিয়া ভাগাড়-সংলগ্ন এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নে বিধায়ক তহবিল থেকে ১০ লক্ষ টাকা দিচ্ছেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। বৃহস্পতিবার ডাম্পিং গ্রাউন্ড সংলগ্ন এলাকার ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে আর্থিক ক্ষতিপূরণ তুলে দিতে এসে একথা জানালেন এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী।

বেলগাছিয়ার সুরেন্দ্রনাথ মেমোরিয়াল হাইস্কুলে জেলা প্রশাসনের তরফে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির হাতে ক্ষতিপূরণের চেক ও মেডিক্যাল কিট তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি, হাওড়ার জেলাশাসক পি দিপাপ প্রিয়া প্রমুখ। যাঁদের বাড়ি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এরকম ৬০টি পরিবারকে ১৫ হাজার টাকা করে এবং অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিগ্রস্ত ৫৩টি পরিবারকে ১০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। মন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি বলেন, আমরা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে সবসময় আছি। বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ৯৬টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে নতুন বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হবে। যতদিন না বাড়ি হচ্ছে, ততদিন তাঁদের অস্থায়ীভাবে রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই অবস্থায় সবারই উচিত রাজনীতি না করে দলমত নির্বিশেষে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো। এদিকে, বৃহস্পতিবার হাওড়ার মুখ্য পুর-প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তীর সঙ্গে পুর-দফতর ও 'সুডা'র উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের একটি বৈঠক হয়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, হাওড়া শহরের দৈনিক সংগৃহীত আবর্জনা আপাতত সরাসরি কলকাতার ধাপার মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে। এর জন্য অতিরিক্ত লজিস্টিক সাপোর্ট দেবে সুডা। এছাড়াও হাওড়া শহরে আবর্জনা তুলতে পুরসভাকে ২০টা মোবাইল কমপ্যাক্টর, ৩৪টা ট্রিপার ভ্যান দিচ্ছে সুডা।

■ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হাতে চেক তুলে দিচ্ছেন মন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি, রয়েছেন জেলাশাসক পি দিপাপ প্রিয়া-সহ অন্যরা। বৃহস্পতিবার।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রেললাইনের উপর বাইক রেখে পলাতক দুই যুবক। ডাউন ক্যানিং লোকালের সামনে পড়ে ট্রেনের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে বাইকটি। চালকের তৎপরতায় ট্রেন থামানো হয়। ঘটনাটি ঘটেছে সোনারপুর মধুরাপুর ভ্যান স্ট্যান্ডের কাছে

রাজ্যে জোগান বাড়াতে উদ্যোগ কৃষি বিপণন দফতরের

৮টি পেঁয়াজ সংরক্ষণ কেন্দ্র তৈরি রাজ্যে

প্রতিবেদন : রাজ্যে পেঁয়াজের জোগান বাড়াতে ৩২০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন ৮টি সংরক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করল কৃষি বিপণন দফতর। বলাগড়, পোলবা, কালনা-২, পূর্বস্থলি, নওদা, সাগরদিঘি, হাঁসখালি এবং গাজোল ব্লকে এই নতুন কেন্দ্রগুলি তৈরি করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এগুলির ধারণক্ষমতা বাড়িয়ে ৪৮০ মেট্রিক টনে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে দফতর।

গতবারের ৩৬০০-র সঙ্গে এ-বছর চাষিদের বাড়িতে ব্যক্তিগত আরও ১৪০০ পেঁয়াজের গোলা তৈরি হয়েছে। এই ৫০০০ গোলায়

৬০ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ সংরক্ষণ করা যাবে। ফলে সরকারি এবং ব্যক্তিগত মিলিয়ে প্রায় ৬৫ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ সংরক্ষণ করা যাবে। ফলে পেঁয়াজের জন্যে যেমন ভিনরাজ্যের মুখাপেক্ষী হতে হবে না, তেমনই দামের ফাটকাবাজিও বন্ধ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই গুদামগুলিতে রসুনও সংরক্ষণ করা হবে। রাজ্যের কৃষি বিপণনমন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে মানুষের জন্য ন্যায্যমূল্যে পেঁয়াজ-সহ অন্যান্য শাকসবজি সুনিশ্চিত করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে সুফল বাংলার মাধ্যমে কৃষি বিপণন দফতর ১৫০০ কুইন্টাল পেঁয়াজ কিনেছে। বাজারে পেঁয়াজের দাম বাড়লে ভিনরাজ্য থেকে কেনা পেঁয়াজ সাধারণের স্বার্থে ভরতুকি দিয়ে বিক্রি করে সুফল বাংলা। এখন শীতের পেঁয়াজ বাজারে আসছে। সুফল বাংলা সরাসরি সেই পেঁয়াজ চাষিদের থেকে কিনছে। বর্তমানে বাজারে পেঁয়াজের কুইন্টাল প্রতি পাইকারি দাম ১৬০০-১৮০০ টাকা। আবার রেগুলেটেড মার্কেট কমিটি কুইন্টাল প্রতি ২২০০ টাকা দরে পেঁয়াজ কিনছে। কৃষি বিপণন দফতর জানাচ্ছে, কেউ ব্যক্তিগতভাবে পেঁয়াজের সংরক্ষণাগার তৈরি করলে ৫০ শতাংশ (৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত) ভরতুকি দেবে। অন্য ফসলের মতো পেঁয়াজ হিমঘরে রাখা যায় না। মূলত শুষ্ক আবহাওয়ায় পেঁয়াজ সংরক্ষণ করতে হয়। মাটি বা অন্য কিছুর সংস্পর্শে না এলে এভাবে পেঁয়াজ দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়।

হট ডে'র পূর্বাভাস

প্রতিবেদন : শুক্রবার হট ডে দক্ষিণের একাধিক জেলায়। পুরুলিয়া এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলায় হট-ডে পরিস্থিতি। সপ্তাহান্তে তাপমাত্রা ছাড়াতে পারে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পশ্চিমের জেলায় পারদ উঠবে ৪০ ডিগ্রি পর্যন্ত। আগামী তিনদিনে দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে বলে পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের। উষ্ণতায় কাটবে ইদ।

টাকার জন্যই মাকে খুন?

প্রতিবেদন : বুধবার বাঘাযতীনের ফ্ল্যাটে মিলেছিল বৃদ্ধার অর্ধদগ্ধ দেহ। কীভাবে, কি কারণে খুন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা মালবিকা মৈত্র, তা নিয়ে চলছে তদন্ত। দেখা গিয়েছে, বৃদ্ধার অ্যাকাউন্ট থেকে বারবার টাকা ট্রান্সফার হয়েছে ছেলে অভিষেকের অ্যাকাউন্টে। এমনকি সোমবারও ৬ লক্ষ টাকা ট্রান্সফার হয়েছে। তাহলে কি টাকার জন্যই নিজের মাকে খুন করেছেন বেসরকারি ব্যাঙ্কের কর্মী অভিষেক? খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

ভিনরাজ্যেও জাল ওষুধ

প্রতিবেদন : ক্রমেই হদিশ মিলছে বড়সড় জাল ওষুধ চক্রের। ভিনরাজ্যেও ছড়িয়েছে চক্রের জাল। মঙ্গলবারই বড়বাজারে অভিযান চালিয়ে ২০ লক্ষ টাকার সন্দেহজনক জাল ওষুধ উদ্ধার করেছে রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল। সেই সূত্রে জানা গিয়েছে, ওষুধের বাক্সে ৭০:৩০ অনুপাতে আসল ওষুধের সঙ্গে মিশছে জাল ওষুধ। আর বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে বাসের ছাদে করে ওষুধের বস্তাবন্দি পেটি আসছে বাবুঘাট, হাওড়া কিংবা সাঁতরাগাছিতে। সেখান থেকে বড়বাজার হয়ে সারা কলকাতায়। শুধু বাংলা নয়, জাল ওষুধ যাচ্ছে ওড়িশাতেও। বাংলার তদন্তকারীরা হরিয়ানার সোনিপত ও তামিলনাড়ুর পুদুচেরিতে জাল ওষুধের কারখানার হদিশ পেয়েছেন। দুই রাজ্যে ড্রাগ কন্ট্রোলকে সেই তথ্য দিয়েছেন তাঁরা। আরও জানা গিয়েছে, জাল জিএসটি নম্বর নিয়ে বছরের পর বছর ধরে বড়বাজারে চলছে ওষুধ ব্যবসা। বাগরি মার্কেটে এমন একাধিক জাল জিএসটি চক্র ধরা পড়েছে। যেগুলি কোনওটা বিহার, কোনওটা গুজরাত, কোনওটা অন্ধ্রপ্রদেশের!

পুর চেয়ারম্যানের নামে টাকা তোলার অভিযোগ

সংবাদদাতা, হুগলি : সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে কোন্নগর পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন দাসের নামে তোলাবাজির অভিযোগ এক যুবকের বিরুদ্ধে। পুরসভার পক্ষ থেকে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে। অভিযোগকারিণী মহিলা পিউ মান্না পুরসভায় এসে জানান, পুরসভার লালবাহাদুর শাস্ত্রী রোডের উপর বাড়ি তৈরি করছেন। তাঁর কাছে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে পুরসভায় চেয়ারম্যান স্বপন দাসের নাম করে প্রসেনজিৎ ধর মোটা টাকা চান। টাকা না দিলে তাঁর বাড়ি ভেঙে দেওয়া হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়। ওই মহিলা পুরপ্রধান স্বপন দাসের কাছে লিখিত অভিযোগ জানান। চিঠি পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ নেন পুরপ্রধান। পুরসভার পক্ষ থেকে একটি প্রাথমিক তদন্ত করে পুলিশকে চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

১৫ মিনিটের এন্ডোস্কোপি, নবজন্ম পেল 'হরিপ্রসাদ'

প্রতিবেদন : খেলতে খেলতে তুলো-কাপড়ের খেলনার অংশ ছিঁড়ে গিলে নিয়েছিল ছোট্ট হরিপ্রসাদ। পরিস্থিতি খারাপ হলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারত। জটিল অস্ত্রোপচার করতে গেলেও বছর পাঁচেকের হরিপ্রসাদের প্রাণ নিয়ে টানাপোড়েন পড়ে যেত। শেষপর্যন্ত বিশেষ এন্ডোস্কোপির মাধ্যমে মাত্র ১৫ মিনিটে হরিপ্রসাদের পেট থেকে তুলো-কাপড়ের পিণ্ড বের করে আনল অ্যানিম্যাল হেলথ প্যাথলজি ল্যাবের চিকিৎসকের দল। কলকাতা কিংবা বাংলা তো বটেই, সমগ্র পূর্ব ভারতের মধ্যে প্রথমবার এমন কীর্তি ঘটিয়ে নজির গড়ল এএইচপিএল। কার্যত মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে ফিরল নেতাজিনগরের শুভময় চক্রবর্তীর পোষ্য সারমেয় হরিপ্রসাদ। একঘণ্টার মধ্যেই নতুন সুস্থ জীবন নিয়ে অভিভাবকের সঙ্গে বাড়িতে ফিরে এল।

পূর্ব ভারতে নজির

সারমেয়র এন্ডোস্কোপির পর অ্যানিম্যাল হেলথ প্যাথলজি ল্যাবের চিকিৎসকরা। ইনসেটে সেই খেলনা।

সারমেয়দের মধ্যে খেলতে খেলতে কোনও কিছু গিলে ফেলাকে পশু চিকিৎসকদের ভাষায় বলে 'গ্যাস্ট্রো-ইনটেস্টাইনাল ফরেন বডি'। স্বাভাবিকভাবে সেই অযাচিত বস্তু বের করতে এক্সপ্লোরেটরি ল্যাপারোটমি বা গ্যাস্ট্রোটমি করা হয়। কিন্তু সেই অস্ত্রোপচার বেশ কঠিন, সময়সাপেক্ষ ও ঝুঁকিপূর্ণ। তাই হরিপ্রসাদের ক্ষেত্রে নেওয়া হল অভিনব পন্থা। গত মঙ্গলবার পশু চিকিৎসক ডাঃ সব্যসাচী কোনারের নেতৃত্বে ডাঃ এস মণ্ডল-সহ অ্যানিম্যাল হেলথ প্যাথলজি ল্যাবের চিকিৎসকরা ঠিক করলেন 'এন্ডোস্কোপি গাইডেড গ্যাস্ট্রিক ফরেন বডি রিমুভাল' পদ্ধতিতে হরিপ্রসাদের মুখ দিয়ে নল ঢুকিয়ে বের করে আনা হবে সেই ফরেন বডি। কিন্তু তার জন্য পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি নেই কলকাতায়। এখানেই দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নিল অ্যানিম্যাল হেলথ প্যাথলজি ল্যাব। জরুরিভিত্তিতে বুধবারই প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা খরচ করে কলকাতায় উড়িয়ে আনা হয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী। বৃহস্পতিবার মাত্র ১৫ মিনিটে হরিপ্রসাদের অন্ত্রের কাছে আটকে থাকা তুলো ও কাপড়ের পিণ্ডটিকে বের করে আনা হয়। এ-নিয়ে এএইচপিএল-এর কর্ণধার প্রতীপ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, এই কেসে অস্ত্রোপচার অত্যন্ত কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। আর অস্ত্রোপচার না করে এন্ডোস্কোপি, কলকাতা তো বটেই, গোটা পূর্ব ভারতে এর পরিকাঠামো ছিল না। এএইচপিএল-এর তরফে এই পদক্ষেপ তাই নজির হয়ে রইল। অন্যদিকে, হরিপ্রসাদের অভিভাবক শুভময় মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, শনিবারের ঘটনা। খেলনা পুতুলের পা গিলে নিয়েছিল হরিপ্রসাদ। চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। ডাঃ কোনার ও এএইচপিএল-এর তরফে এই পদক্ষেপে হরিপ্রসাদ এখন একদম সুস্থ, স্বাভাবিক।

জেলার হাসপাতালে অভিযান শুরু করল পিএইচএ সদস্যরা

তমলুকের তাম্রলিপ্ত মেডিক্যাল কলেজে প্রোগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা, রয়েছেন সংগঠনের সহ-সভাপতি ও বিধায়ক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক সৌমেন মহাপাত্র-সহ অন্যরা।

সংবাদদাতা : জেলার হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজে অভিযান শুরু করল প্রোগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশন। বুধবার প্রোগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি ও বিধায়ক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি দল তাম্রলিপ্ত মেডিক্যাল কলেজে যান। কলেজের অধ্যক্ষ, ডেপুটি সুপার-সহ হাসপাতালের আধিকারিক ও চিকিৎসকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। কথা বলেন পড়ুয়াদের সঙ্গেও। ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক সৌমেন মহাপাত্রও। সেখানকার বেশকিছু সমস্যার সমাধান সঙ্গে সঙ্গে করে দেন অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। তমলুকের তাম্রলিপ্ত মেডিক্যাল কলেজ দিয়েই শুরু হয় জেলা সফর। এদিন বৈঠকে জানানো হয়, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তারি পড়ুয়াদের খেলাধুলা-সহ হাসপাতালের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। নিরাপত্তা বাড়ানো, নতুন বিল্ডিং তৈরির বিষয়েও কথা হয়। অনেকে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। রানা চট্টোপাধ্যায় জানান, রাজ্যের সমস্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে আমরা যাব। রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন পরিকাঠামো পর্যালোচনা করব। ওই দলে ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক করবী বড়াল, সহ-সম্পাদক সুমন বিশ্বাস-সহ অন্যরা।

অর্জুনের গুন্ডামি, তলবেও গরহাজির, বাড়িতে পুলিশ

সংবাদদাতা, ভাটপাড়া : জুট মিল শ্রমিকদের গন্ডগোলে অযথা হস্তক্ষেপ বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের। শুধু হস্তক্ষেপই নয়, বচসার মধ্যে গুলি চালানোর অভিযোগ বারাকপুরের বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে। আর সেই অভিযোগে অর্জুনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে জগদ্দল থানা। তদন্তের স্বার্থে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অর্জুনকে তলব করে জোড়া নোটিশও পাঠিয়েছে পুলিশ। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মসূচির অজুহাত দেখিয়ে অর্জুন অনুপস্থিত থেকেছেন। থানায় হাজিরা না দিলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেই জানিয়েছেন বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের সিপি অজয় ঠাকুর। এদিকে, ভাটপাড়ায় অর্জুনের গুলিতে এক শ্রমিক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।

গোলাগুলিতে জখম শ্রমিক, গ্রেফতার ৪

বুধবার রাতে ফের অশান্ত হয় ভাটপাড়া। বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের বাড়ির কাছে শ্রমিকদের বচসায় চলে গুলি, বোমাবাজি। ঘটনায় পুলিশ এখনও পর্যন্ত চারজনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের নাম বান্টি দাস, আকাশ দাস, সুমিত রজক এবং দশরথ বেরা। এদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা, বেআইনি অস্ত্র রাখা এবং সংগঠিত অপরাধ ঘটানোর মামলা দায়ের করেছে জগদ্দল থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতদের বারাকপুর আদালতে পেশ করা হয়। পাশাপাশি, জগদ্দলের তৃণমূল বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম জানিয়েছেন, জুটমিলের দুই শ্রমিকের মধ্যে গন্ডগোলে অর্জুন সিং কী উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়েছিলেন? পরিকল্পিতভাবে ভাটপাড়াকে অশান্ত করার জন্য তিনি শ্রমিকদের গন্ডগোলে গিয়ে গুলি চালিয়েছেন। সেই ফুটেজ আছে।

ছাত্র-ভোট হলফনামা চাইল কোর্ট

প্রতিবেদন : ছাত্র সংসদ ভোট নিয়ে তিন সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা জমা দিতে বলল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকার ও উচ্চশিক্ষা দফতরের হলফনামা তলব করেছে প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ। ছাত্র নির্বাচনের প্রক্রিয়া নিয়ে কী পদক্ষেপ করা হবে তা তিনসপ্তাহের মধ্যে জানাতে হবে প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায়ের বেঞ্চকে।

আমার বাংলা
28 March, 2025 • Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

চলতি বছরে বেঙ্গল সাফারি থেকে আয় হয়েছে ৯ কোটি : বীরবাহা

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : পর্যটকদের মনোরঞ্জনের জন্য শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারিতে এসেছে অনেক নতুন অতিথি। স্বাভাবিকভাবেই ভিড় বাড়ছে। এর ফলে চলতি বছরের প্রথমার্ধেই আয় হয়েছে ৯ কোটি। যা রেকর্ড বলা যায়। বৃহস্পতিবার বেঙ্গল সাফারি পার্ক পরিদর্শনে এসে এমনটাই জানালেন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। গোটা পার্ক পরিদর্শন করতে করতেই এদিন বীরবাহা বলেন, গতবছর আয় ছিল ৭ কোটি কিন্তু এবার বছররের শুরুতেই তা ৯ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। যা সত্যিই আনন্দের। এর পাশাপাশি মন্ত্রী সাফারিতে আরও পর্যটক টানতে একাধিক পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন তিনি। বীরবাহা বলেন, সাফারি পার্কের উন্নয়নে জোর দেওয়া হয়েছে। শিশুদের জন্য অ্যাডভেঞ্চার পার্ক, শজারুর জন্য নতুন এনক্লোজার, জন্তুদের জল খাওয়ার জন্য আলাদা আলাদা করে ৪ থেকে ৫টি জলাশয়, ছোট পাখির জন্য পাখিরালয়, অজগর, গোসাপের জন্য কনস্ট্রাক্টর হাউস ও কম্বো সাফারির নতুন প্রবেশদ্বার তৈরি

■ বেঙ্গল সাফারি পার্ক পরিদর্শনে বীরবাহা হাঁসদা।

করা হয়েছে । সাফারি পার্ক সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামীতে চশমামুখো লেঙ্গুর ম্যান্ড্রিল, জলহস্তি, সাংহাই হরিণের জন্য এনক্লোজার তৈরি করা হবে। এরপরই লোকালয়ে হাতির প্রবেশ নিয়ে মন্ত্রী বলেন, হাতিরা লোকালয়ে চলে আসছে। তাদের জঙ্গলে ফেরাতে তৎপর রয়েছেন বনকর্মীরা। জঙ্গলে তাদের শান্তিতে থাকতে দিলেই, তাদের পিঠে চড়ে জঙ্গল দেখা যাবে। মানুষকে সচেতন হতে হবে। জঙ্গলে আগুন প্রসঙ্গে বলেন, জঙ্গলে আগুন কীভাবে লাগছে তার জন্য নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও সজাগ থাকতে হবে বলে তিনি জানান। সাফারি পার্কে সিংহ-দম্পতি সুরজ ও তনয়ার শাবকের জন্ম প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ১১ মাস আগে সুরজ ও তনয়া দম্পতির ওই শাবকের জন্ম হয়েছে। নতুন অতিথির আগমনে খুশি সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষ।

পার্ক নিয়ে পরিকল্পনা

- শজারুর জন্য নতুন এনক্লোজার
- জন্তুদের জল খাওয়ার ৪-৫টি জলাশয়
- শিশুদের জন্য অ্যাডভেঞ্চার পার্ক।

বিধায়কের উদ্যোগ

■ বিধায়কের উদ্যোগ। বৃহস্পতিবার করণদিঘিতে ইমাম-মোয়াজ্জিনদের বস্ত্র দিলেন বিধায়ক গৌতম পাল। বিধায়ক বলেন, উৎসব সকলের জন্য। এই বিষয়টি মাথায় রেখেই নেওয়া হয়েছে উদ্যোগ।

মা ও শিশুর দেহ

■ এক গৃহবধূ ও তাঁর আট বছরের কন্যাসন্তানের মৃতদেহ উদ্ধার হল পুকুর থেকে। বৃহস্পতিবার পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করে করণদিঘি থানার পুলিশ। করণদিঘি থানার অন্তর্গত গোসাঁইপুর এলাকার একটি পুকুর থেকে তাদের দেহ উদ্ধার করা হয়। মৃতার পরিবারের অভিযোগ, মহিলা ও শিশুকে পূর্ব পরিকল্পানামাফিক খুন করা হয়েছে। তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

গোডাউনে আগুন

■ অবৈধ তেলের গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। বুধবার গভীররাতে শিলিগুড়ির ঘটনা। স্থানীয়রা আগুন দেখতে পেলে তৎক্ষণাৎ খবর দেন শিলিগুড়ি দমকল বিভাগের কাছে। দমকলের তিনটি ইঞ্জিন এবং ইন্ডিয়ান অয়েলের সহযোগিতায় প্রায় দু'ঘণ্টা সময় নিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এই অগ্নিকাণ্ডে কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

কমিউনিটি হল

■ জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত দুরামারি এলাকা বরাবরই সংস্কৃতি প্রিয় জায়গা হিসেবে পরিচিত। প্রত্যন্ত এই গ্রামে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়ের কাছে দুরামারি এলাকার বাসিন্দারা দাবি জানিয়েছিলেন উন্নতমানের কমিউনিটি হল করে দেবার। বিধায়ক সে সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বৃহস্পতিবার সেই কমিউনিটি হল নির্মাণকাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হল বিধায়কের প্রতিশ্রুতি। জানা যায়, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের আর্থিক সহায়তায় বানারহাট ব্লকের শালবাড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দুরামারি এলাকায় এক কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হতে চলছে কমিউনিটি হল। বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের আর্থিক সাহায্যে তৈরি হল এই কমিউনিটি হল।

এক ফোনেই পানীয় জলের সমস্যা মেটালেন উদয়ন, খুশি বাসিন্দারা

সংবাদদাতা, কোচবিহার : দিনহাটার বামনহাটে দিদি কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধনে যাচ্ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। তখনই এলাকার মহিলারা জানান জল সমস্যার কথা। গাড়ি থেকে নেমে তাঁদের কথা শোনেন। এক ফোনেই জল সমস্যার সমাধান করেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন মহিলারা। বৃহস্পতিবার দিনহাটার ঘটনা। পানীয় জলের দাবিতে দিনহাটা ভিলেজ-টু গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত আমবাড়ি এলাকার বাসিন্দারা সরব হয়েছিলেন এদিন। তাঁদের দাবি ছিল, একবছর থেকে এলাকার কোথাও

■ সংশ্লিষ্ট দফতরে ফোন মন্ত্রীর। মিটল সমস্যা।

ট্যাপকলে পানীয় জলের গতি নেই। তার মধ্যে কিছু এলাকায় পাইপলাইন দিয়ে একেবারেই জল পড়ছে না বলে অভিযোগ। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, ট্যাপকলে জল না থাকার ফলে সমস্যায় পড়তে হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের। দূর থেকে জল নিয়ে এসে খেতে হচ্ছে তাঁদের। এর ফলে নানা রোগে তাঁরা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা করছেন বলে স্থানীয়দের দাবি। মহিলারা যখন জমায়েত করেন, দিনহাটা সাহেবগঞ্জ রোডে যাচ্ছিলেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। তিনি ফোন করে দ্রুত সমস্যা মেটান। মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, মহিলাদের কাছে গিয়ে তাঁদের সমস্যা শুনে পিএইচই আধিকারিককে ফোন করে এক ঘণ্টার মধ্যে জল সরবরাহ স্বাভাবিক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দ্রুত এই সমস্যা মিটে যাবে।

উত্তরের দুই জেলায় খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার : বন দফতরের পাতা খাঁচায় উত্তরের দুই জেলায় ধরা পড়ল চিতাবাঘ। একটি জলপাইগুড়ি এবং অপরটি আলিপুরদুয়ারে। দুটিই বৃহস্পতিবার সকালে। প্রথমটি নাগরাকাটা ব্লকের কাঁঠালধুরা চা-বাগানের ১৬ নম্বর আবাদি এলাকায়। চিতা ধরা পড়তেই চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে ফিরেছে স্বস্তি। চা-বাগানের শ্রমিকদের সূত্রে জানা যায়, গত মাসখানেক যাবৎ ওই চা বাগানের বিভিন্ন শ্রমিক মহাল্লায় চিতার উপদ্রব শুরু হয়েছিল। মাঝে মধ্যেই শ্রমিক মহল্লায় হানা দিয়ে ছাগল, হাঁস মুরগি নিয়ে যেত। সকালে পাতা তোলার কাজে

■ আলিপুরদুয়ারে দলগাঁও চা-বাগানে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ।

যাওয়ার আগে আবাদি এলাকায় পটকা ফাটিয়ে তবেই পাতা তোলার কাজ শুরু হতো। খুনিয়া স্কোয়ার্ডের রেঞ্জার সজল কুমার দে জানান, প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের পর চিতাবাঘটিকে বনাঞ্চলে ছেড়ে দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, গত এক সপ্তাহে এই নিয়ে ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকা থেকে চারটি চিতা উদ্ধার হয়েছে। একইভাবে ফালাকাটা ব্লকের দলগাঁও চা-বাগানে ধরা পড়ে দ্বিতীয় চিতাবাঘটি। এদিন বাগানে কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকদের বিষয়টি নজরে পড়ে। সংশ্লিষ্ট চা-বাগানের ২ এস ৩ সেকশনে খাঁচাবন্দি হয় ওই চিতাবাঘটি। এরপর খবর দেওয়া হয় দলগাঁও রেঞ্জে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন দলগাঁও রেঞ্জের বনকর্মীরা। তাঁরা এসে বাঘটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। এদিন চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হওয়ায় কিছুটা আতঙ্কমুক্ত হলেন বাগানের শ্রমিকরা।

সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের নয়া ভবনের সূচনা রায়গঞ্জে

সংবাদদাতা, কালিয়াগঞ্জ : মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যজুড়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করছেন। প্রত্যন্ত এলাকায় সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়া হয়েছে মানুষের জন্য। এবার কালিয়াগঞ্জ ব্লকের ধনকৈইল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ৩৩ লক্ষ টাকায় নির্মিত সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন ভবন উদ্বোধন হল বৃহস্পতিবার। ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিরণ্ময় সরকার, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ মুসরাইল রহমান, বিডিও প্রশান্ত রায়, পঞ্চায়েত প্রধান ধৃতি রায় বর্মন প্রমুখ। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক জানান, এতদিন ভাড়া বাড়িতে চলছিল এই কেন্দ্রটি। নিজস্ব ভবন হওয়ায় গ্রামের প্রায় ৬ হাজার মানুষ প্রাথমিক পরিষেবা পাবেন।

লোকসংস্কৃতি উৎসব

সংবাদদাতা, কোচবিহার : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রথমবার ময়নাগুড়িতে হল পশ্চিমবঙ্গ নমঃশূদ্র ওয়েলফেয়ার বোর্ডের লোক-সংস্কৃতি উৎসব। সরকারি এই

■ উদ্বোধনে উপস্থিত খগেশ্বর রায়, মহুয়া গোপ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই হরিচাঁদ ঠাকুরকে পুজো দিয়ে শুরু হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। পশ্চিমবঙ্গ নমঃশূদ্র ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান মুকুলচন্দ্র বৈরাগ্য অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। মঞ্চে প্রদীপ প্রজ্বলন করেন বিধায়ক খগেশ্বর রায়, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ সভাধিপতি কৃষ্ণা রায়বর্মন, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ তথা জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপ, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ সদস্য মমতা সরকার বৈদ্য, ময়নাগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী, ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায় সহ আরও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। জানা যায়, নমঃশূদ্র সমাজের বিভিন্ন কৃষ্টি সংস্কৃতি তুলে ধরা হবে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

28 March, 2025 • Friday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
২৮ মার্চ ২০২৫
শুক্রবার

মেদিনীপুরের সুকান্তপল্লিতে প্রায় ২৪ জনের জন্ডিসের খবরে স্বাস্থ্য দফতর-সহ প্রশাসন কর্তারা এলাকা পরিদর্শনে যান। পানীয় জল থেকে সংক্রমণ ছড়িয়েছে অনুমান করে সাবমার্সিবল পাম্প থেকে বেশ ক'টি জলের ট্যাপ সিল করা হয়

৫০০ কোটির ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নের পথে

৫ স্লুইস গেট পুনর্নির্মাণ শুরু

সংবাদদাতা, ঘাটাল : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটালে শুরু হয়েছে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রুপায়নের কাজ। ঘাটালের গোবিন্দপুর, দাসপুর ২ নম্বর ব্লকের কৈজুরী, কুমারচক, রানিচক এবং জোতকানুরামগড় এলাকায় চলছে স্লুইস গেট নির্মাণের কাজ। রাজ্য সরকার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার পর গুরুত্ব দিয়েই শুরু হয়ে গেল ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রুপায়নের কাজ। প্রথমেই ১৯ কোটি টাকায় সম্পূর্ণ করা হবে উপরোক্ত এলাকাগুলিতে ৫টি স্লুইস গেট পুনর্নির্মাণের কাজ। এই স্লুইস গেটগুলি নির্মাণের ফলে নদীগুলিতে জলের চাপ একদিকে বাড়লে সেই জল বের করে অন্য নদীতে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে। অপরদিকে এলাকায় জমে থাকা বর্ষার জল চলে আসবে নদীতে। এই

স্লুইস গেট নির্মাণের কাজ চলছে।

৫টি স্লুইস গেট নির্মাণের কাজের ফলে যাতে এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন না হয় তার জন্য তৈরি করা হয়েছে অস্থায়ী রাস্তা। স্লুইস গেটের পাশেই তৈরি হবে পাম্প হাউস। আর এই কাজের মধ্য দিয়েই শুরু হয়ে গিয়েছে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণের গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি কাজ। স্লুইস গেট তৈরির এই প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শুরু হওয়ায় রীতিমতো খুশি ঘাটালবাসীও। সাংসদ দেবের প্রতিশ্রুতি দেওয়া এই কাজের জন্য রাজ্য সরকার বা প্রশাসনের তরফে বাড়তি গুরুত্ব দিয়েই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত করাকে এখন সবচেয়ে জরুরি মনে করে কাজে ঝাঁপানো হয়েছে। এরপর দ্রুতগতিতে চলবে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত করার কাজ বলে মনে করা হচ্ছে।

জমি দেখতে সাংসদ, জেলাশাসক, প্রশাসনিক কর্তারা

বহরমপুরে হচ্ছে চিড়িয়াখানা

কমল মজুমদার • জঙ্গিপুর

বহরমপুরে জুওলজিক্যাল পার্ক এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্র গড়ার জন্য জমি পরিদর্শন হল।এই পার্ক হলে নবাবি মুলুকে পর্যটনে জোয়ার আসবে বলে মনে করছেন জেলাবাসী। বহরমপুর লোকসভা থেকে জয়ী হয়ে প্রথমেই এই জুওলজিক্যাল পার্ক তৈরির উদ্যোগ নেন তৃণমূল সাংসদ ইউসুফ পাঠান। গত নভেম্বরে কেন্দ্রের পরিবেশ ও বনমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তিনি আবেদনও জমা দেন। বুধবার তেলকর বিল এলাকায় এর জন্য জমি পরিদর্শনে যান সাংসদ এবং জেলা প্রশাসনের কর্তারা। বহরমপুর থানার অন্তর্গত নবগ্রাম বিধানসভা এলাকায় ৭৮ একর সরকারি জমিতে এই পার্কটি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। জমির পরিদর্শনে

ইউসুফ পাঠান ও জেলাশাসক।

সাংসদ ছাড়াও ছিলেন জেলাশাসক রাজর্ষি মিত্র, অতিরিক্ত জেলাশাসক (ভূমি ও ভূমিসংস্কার) পি প্রমথ-সহ বন দফতরের আধিকারিকেরা। জমি পরিদর্শন করার পর আশার কথা শুনিয়ে সাংসদ বলেন, 'আগেই কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বনমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলতে দেখা করেছি। বহরমপুরে একটি জুওলজিক্যাল পার্ক এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করার জন্য তাঁকে একটি আবেদন জমা দিই। দফতর থেকে সবুজ সঙ্কেত মেলায় আমরা জমি পরিদর্শনে এসেছি। ৭৮ একর জমিতে এই পার্ক হবে। জমি দেখে সকলেই আশাবাদী। জেলার সাধারণ মানুষ এবং বাচ্চাদের সময় কাটানোর জন্য এটা খুবই ফলপ্রসূ হবে। এখানে জুওলজিক্যাল পার্কের পাশাপাশি পিকনিক স্পটও করা হবে। ফলে সাধারণ মানুষের সুবিধা হবে। পার্ক থেকে আয় হবে। অনেকে কাজকর্মও পাবেন। এমনিতেই এই জেলা পর্যটনের জন্য বিশ্বখ্যাত। দেশবিদেশের বহু পর্যটক প্রতি বছর মুর্শিদাবাদ ঘুরতে আসেন। এবার বহরমপুর শহরের পাশেই জুওলজিক্যাল পার্ক গড়া হলে পর্যটকদের জন্য এই জেলা আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। বহরমপুরের ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের নতুন বাইপাসের কাছেই এই পার্ক গড়ে তোলার চেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছে।

টোটোর ঘাড়ে ভেঙে পড়ল রেলের গেট

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : ফের ভাঙল রেল গেট। রায়গঞ্জের ব্যস্ততম এলাকায় পুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন লেভেল ক্রসিংয়ে এই রেলগেটটি আগেও বহুবার ভেঙেছে। কোনও সুরাহা মেলেনি রেলের তরফে। এই ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, একটি টোটোর উপরে ভেঙে পড়ে গেটটি। টোটোচালক-সহ যাত্রীরা কোনওক্রমে বেঁচে যান। ফলে রাস্তায় তীব্র যানজট হয়। খবর পেয়ে পুলিশ পৌঁছে স্বাভাবিক করে পরিস্থিতি।

প্রতিশ্রুতির রূপায়ণ

প্রতিবেদন : বাম আমল থেকে দীর্ঘ ২০ বছর বারাসতের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের লিচুতলা এলাকার পুকুরপার, রাস্তাঘাট অনুন্নত অবস্থায় পড়ে ছিল। বর্তমানে ওয়ার্ডের তৃণমূল পুর প্রতিনিধি দেবব্রত পাল এলাকার মানুষদের দীর্ঘ দিনের দাবি মেনে তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পুকুরপার বাঁধানো ও রাস্তা প্রশস্ত করার কাজের উদ্যোগ নিয়েছেন। যাতে এলাকার মানুষের সুবিধার্থে যানবাহন চলাচল ও অপৎকালীন পরিস্থিতিতে অ্যাম্বুলেন্স প্রবেশ করতে পারে। পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারদের উপস্থিতিতে এবং ওয়ার্ড উন্নয়ন তহবিলের অর্থে এই কাজের বাস্তবায়ন শুরু করেন বৃহস্পতিবার।

নেতা-কর্মীদের আর্থিক চাহিদায় তিতিবিরক্ত পঞ্চায়েত সদস্য বিজেপি ছেড়ে এলেন তৃণমূলে

সংবাদদাতা, রামপুরহাট : আগামী ২৯ মার্চ গদ্দার অধিকারী বীরভূমে আসার আগেই বিজেপিতে নামল ধস। বৃহস্পতিবার বীরভূমের প্রভাবশালী বিজেপি নেতা ও গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য দিলীপ দাস তৃণমূলে যোগ দিলেন। তাঁর হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন রামপুরহাটের বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।তিনি বলেন, 'রাজ্যের বিরোধীদল বিজেপির তরফে যতই চেঁচামেচি করে বলা হোক না কেন, তৃণমূল কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, উল্টে তখনই দেখা যাচ্ছে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদানের হিড়িক পড়ে যাচ্ছে বিজেপি নেতাকর্মীদের মধ্যে। বিজেপি যেভাবে ধর্মীয় হিংসার রাজনীতির পাশাপাশি আর্থিক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ছে সামান্য কিছু পঞ্চায়েতে জিতে আসার পর, তাতে ওদের টিকিটে জেতা পঞ্চায়েত সদস্যরা আর মোদির দল করতে চাইছেন না। তাঁরা চাইছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মানুষের জন্য কাজ করতে। তাই মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে ফের বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য দিলীপ দাস।' সদ্য প্রাক্তন বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য দিলীপ দাস জানান, 'গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে জিতে আসার পর থেকেই বিজেপির নেতা-কর্মীদের আর্থিক চাহিদা মেটাতে

দলে নবাগত নেতার হাতে পতাকা দিচ্ছেন বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

পারছিলাম না। কোনও কাজ করতে গেলেই তারা কাট মানি চায়। বহুবার জেলা নেতৃত্বকে অভিযোগ জানিয়েছি। কিন্তু জেলা নেতৃত্ব আমার অভিযোগে গুরুত্বই দেননি। উল্টে তাঁরা সমঝোতা করে চলার পরামর্শ দেন। তাই ভেবে দেখলাম, বিজেপিতে থেকে মানুষের জন্য কাজ করা একেবারেই অসম্ভব। তৃণমূলের কাছে আবেদন করেছিলাম, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে কাজ করতে চাই। অবশেষে রামপুরহাটের বিধায়কের হাত ধরে তৃণমূল পরিবারে প্রবেশ করলাম। আশা করি এবার এলাকার মানুষের জন্য নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারব।

যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা ফাটল ডিসির মাথা

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : কুমারডিহি গ্রামের রুইদাসপাড়ার এক বাড়ি থেকে বৃহস্পতিবার ভোরে প্রতিবেশী বাউড়িপাড়ার যুবক পল্লব বাউড়ির (২২) ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। না জানিয়ে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ায় ছড়ায় উত্তেজনা। জানা যায়, পাশের পাড়ার এক বিবাহিত মহিলার সঙ্গে অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক ছিল মৃতের। রাতে সে তার বাড়ি যায়। মহিলার স্বামী দেখে ফেললে ঘরে আটকে রাখে। কিছুক্ষণ পরই ঘর থেকে পল্লবের ঝুলন্ত দেহ মেলে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এটা আত্মহত্যা নয়, খুন। এই নিয়ে উত্তেজনা ছড়ালে বেশ কটি বাড়ি-দোকান, সাইকেল, বাইকে ভাঙচুর চলে। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টিতে ডিসি অভিষেক গুপ্ত-সহ কয়েকজন পুলিশকর্মী আহত হন।

ডিসি অভিষেক গুপ্ত।

প্লাস্টিকমুক্ত গ্রাম গড়তে সচেতনতার বার্তা দিলেন মন্ত্রী

সংবাদদাতা, কাঁকসা : প্লাস্টিকমুক্ত গ্রাম গড়তে শহরের পাশাপাশি গ্রামগঞ্জেও শুরু হয়েছে জোরদার সচেতনতার প্রচার। বৃহস্পতিবার কাঁকসার গোপালপুরে বাজার এলাকার মানুষের সঙ্গে বসে তাঁদের সচেতন করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। এদিন তিনি কাঁকসার গোপালপুরে চায়ের আড্ডায় বসে এলাকার মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি বিভিন্ন দোকান ঘুরে ব্যবসায়ীদের প্লাস্টিক বিক্রি করা ও ক্রেতাদের প্লাস্টিক না ব্যবহার করার আবেদন জানান। এছাড়াও কাঁকসার বৃন্দাবনপুরের

আড্ডায় প্লাস্টিক নিয়ে বার্তা মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের।

কৃষিখামারে গিয়ে কৃষকদেরও সচেতন করেন মন্ত্রী। মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানান, হাওড়ার ঘটনা থেকে সকলকে শিক্ষা নিতে হবে এবং সচেতন হতে হবে। শহরের মতোই গ্রামের মানুষও প্লাস্টিকের ব্যবহার করছেন। সেটা যাতে না করেন সেই বিষয়ে সকলকে অবগত করা হয়।এছাড়াও পচনশীল নয় এমন বস্তু দিয়ে যাতে ঘরে ব্যবহারের জিনিস তৈরি করা যায় সেই বিষয়েও সকলকে উদ্যোগ নিতে হবে। যেখানে-সেখানে প্লাস্টিক ফেলা যাবে না। নির্মল গ্রাম গড়তে সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে।

আমার বাংলা
28 March, 2025 • Friday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সংসদে ২ সেতু দাবি কালীপদর

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কালীপদ সরেন তাঁর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় দুটি সেতু নির্মাণের দাবি তুললেন সংসদে, বৃহস্পতিবার। ঝাড়গ্রাম ব্লকের ৮ নম্বর চুবকা গ্রামপঞ্চায়েতের অধীন আমদই ফেরিঘাটে কংসাবতী নদীর উপর একটি সেতুনির্মাণের দাবি জানান। আমদই থেকে কঙ্কাবতী সংযোগকারী এলাকায় কংসাবতী নদীর উপর একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণ

হলে ঝাড়গ্রামের সঙ্গে মেদিনীপুরের দূরত্ব অনেক কমে যাবে। খুব কম সময়ে মেদিনীপুর থেকে ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন এলাকায় যাওয়া যাবে। তাই তিনি দ্রুত কংসাবতীতে আমদই কঙ্কাবতীর সংযোগকারী স্থায়ী সেতু নির্মাণের দাবি জানান। সেই সঙ্গে গড়বেতা এক ব্লকের সন্ধিপুর গ্রামপঞ্চায়েতের অধীন শিলাবতী নদীর উপর কালিকাপুর ঘাটে একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণের দাবি তোলেন। এটি হলে গড়বেতার সঙ্গে হুগলি ও বাঁকুড়া জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার আরও উন্নতি হবে। খুব সহজে গড়বেতা থেকে হুগলি জেলার বিভিন্ন এলাকায় যাতায়াত করা যাবে। তাই বৃহস্পতিবার সংসদে দুটি সেতু নির্মাণের দাবি জানিয়ে জলশক্তি মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কালীপদ জেলায় দুটি সেতু নির্মাণের দাবি তোলায় এলাকার বাসিন্দারা ওঁকে অভিনন্দন জানান।

■ মেদিনীপুর সদর ব্লকের মনিদহতে চুয়াড় বিদ্রোহের স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং মহান নেতা রঘুনাথ সিংয়ের পূর্ণাবয়ব মূর্তির উন্মোচন ও জেলার ভূমিজ সমাজের সভায় উপস্থিত হয়ে এই মহান মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন বিধায়ক সুজয় হাজরা।

দুর্গাপুর ব্যারেজের সংস্কার হবে এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে

প্রতিবেদন : ১৯৫৫ সালে তৈরি দুর্গাপুর ব্যারেজ সংস্কারের কাজ শিগগিরই শুরু হবে। ফলে গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক রাখতে বিকল্প রাস্তা তৈরির ব্যবস্থা করতে রাজ্য সরকার জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে। সেচসচিব মণীশ জৈন জানিয়েছেন, এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে থেকেই সংস্কারের কাজ শুরু করা হচ্ছে। তাই চলতি সপ্তাহেই বিকল্প রাস্তা তৈরির কাজ চালু হবে। ব্যারেজের বড়জোড়া প্রান্ত এবং দুর্গাপুর প্রান্তে রাজ্য সড়ক-৯ পর্যন্ত অ্যাপ্রোচ র‍্যাম্প তৈরি করা হবে। ব্যারেজের নিম্ন প্রবাহে সিমেন্ট কংক্রিট ব্লকের উপর দিয়ে একটি বিকল্প প্রায় দেড় কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের রাস্তা নির্মাণ করা হবে। একমাসের মধ্যে এই

রাস্তাটির কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিন প্রায় ৯ হাজার ট্রাক-সহ ২৬ হাজার গাড়ি এই ব্যারেজের উপরের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া-সহ পাঁচ জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যারেজ। ফলে কাজ চলাকালীন ব্যারেজের উপরের রাস্তার অর্ধেক দিয়ে লোকাল বাস ছাড়াও ২, ৩ ও ৪ চাকার যানবাহন পাশ করানো হবে। ভারী পণ্যবাহী যানবাহন এবং দূরপাল্লার বাসগুলিকে রানিগঞ্জের কাছে মেজিয়া সেতু এবং খণ্ডঘোষে কৃষকসেতু দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।

রাজ্য পরিবহণ দফতর আনছে আধুনিক ভলভো

প্রতিবেদন : ছয়টি ঝাঁ-চকচকে নতুন মডেলের ভলভো বাস পথে নামাতে চলেছে রাজ্য সরকার। এই প্রথম প্রায় সাড়ে নয় কোটি টাকা ব্যয় করে একেবারে সাম্প্রতিক মডেলের ৯৬০০ ভলভো বাস কিনল রাজ্য পরিবহণ নিগম। একাধিক দূরপাল্লার রুটে দ্রুত পরিষেবায় যুক্ত করা হবে এই ছয়টি বিলাসবহুল বাসকে।

এতদিন একাধিক জনবহুল ও জনপ্রিয় রুটে বেসরকারি পরিবহণ সংস্থাগুলি এই ধরনের আধুনিক মডেলের ভলভো বাস চালিয়ে একচেটিয়া ব্যবসা করে আসছে। এক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল রাজ্য পরিবহণ বিভাগ। এবার তারাও আনছে সাম্প্রতিক মডেলের ৯৬০০ বি ৮ ৪ ১২.২ এম ইউরো ফোর, সিটার কোচ বিলাসবহুল বাস। ফলে গণপরিবহণ ব্যবস্থা আরও বেশি মসৃণ ও উন্নত হবে।

পরিবহণ দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, যেহেতু আমাদের শহরে এখন খেলা লেগেই থাকে, তাই আইপিএল বা ডুরান্ড কাপের সময় বাসভাড়া নেওয়ার আবেদন আসে ক্রীড়া কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। প্রতিবারই ফিরিয়ে দিতে হয়। এছাড়াও একই রুটে যেখানে সরকারি বাসও রয়েছে এবং বেসরকারি ভলভো বাসও রয়েছে, সেখানে আরামের দিক থেকে যাত্রীদের ভলভো বাস বেশি পছন্দের। তাই সবদিক বিবেচনা করেই সম্প্রতি রাজ্য পরিবহণ দফতর ছয়টি বাস কেনার সিদ্ধান্ত নেয়।

তিনি আরও জানান, সবেমাত্র ভোলভো কোম্পানি থেকে এসে পৌঁছেছে এই ছয়টি বাস। বাসগুলো কিনতে খরচ পড়েছে প্রায় সাড়ে নয় কোটি টাকা। চালক ও কন্ডাক্টরের বসার আসন ছাড়া এক-একটি বাসে আসন সংখ্যা হল ৪৩টি। একেবারে নতুন মডেল, তাই বাসগুলোতে রয়েছে হিটিং ব্যবস্থা। পর্যাপ্ত ভেন্টিলেশন ব্যবস্থাও রয়েছে এবং বাসগুলি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। প্রতিটি বাসের এক বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছে। এছাড়াও প্রতি বাসের দু'বছর পর্যন্ত অথবা ছয় লক্ষ কিলোমিটার পর্যন্ত ড্রাইভ লাইন ওয়ারেন্টি রয়েছে।

দাঁতনে ৪০ পরিবার তৃণমূলে

সংবাদদাতা, দাঁতন : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতন-২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ইফতিকার আলির হাত ধরে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিল প্রায় ৪০ তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবার। সাবড়া অঞ্চলের পিপুড়সাই বুথের অধিবাসী। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন দাঁতন ২ নং ব্লক তৃণমূল সভাপতি ইফতিকার আলি ও অন্যরা।

থানায় গিয়ে ছাত্রীরা নিল সাইবার অপরাধের পাঠ

সংবাদদাতা, ইন্দাস : বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের আউনাড়া হাইস্কুলের কন্যাশ্রী ছাত্রীদের নিয়ে প্রধান শিক্ষক হাজির হলেন ইন্দাস থানায়। এরপরেই ছাত্রীদের ক্লাস নিতে শুরু করেন পুলিশ আধিকারিকরা। শিশুসুরক্ষা আইন, বাল্যবিবাহ, সাইবার প্রতারণা-সহ একাধিক বিষয়ে দেওয়া হয় সচেতনতার পাঠ। এই উদ্যোগে খুশি আউনাড়া হাইস্কুলের কন্যাশ্রীরাও। পুলিশ আধিকারিকদের কাছ থেকে একাধিক বিষয়ে সচেতনতার পাঠ তাদের কাজে লাগবে বলেই তারা জানিয়েছে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক প্রদোষ চট্টোপাধ্যায় বলেন, সরকারি নির্দেশিকা মেনেই কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্যাদের নিয়ে থানা পরিদর্শনে এসেছি। বাল্যবিবাহ-সহ একাধিক বিষয়ে পুলিশ আধিকারিকরা আলোচনা করেছেন। এবার বাল্যবিবাহ অনেকখানি রোধ করা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করছেন বলেও জানান। পুলিশ কর্তারাও প্রধান শিক্ষকের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। বলেন, সবাই মিলেই এই সামাজিক ব্যাধিগুলোর মোকাবিলা করতে হবে।

ডাকাতির আগেই গ্রেফতার চার

সংবাদদাতা, খেজুরি : জেলা পুলিশের বড়সড় সাফল্য। দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে একটি প্রাইভেট গাড়িতে চেপে খেজুরিতে ডাকাতি করতে এসে হাতেনাতে ধরা পড়ল চার যুবক। অভিযুক্তদের কাছ থেকে পুলিশ বন্দুক, লোহার রড, ভোজালি-সহ ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত একাধিক সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করে। অভিযুক্তরা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অস্তি থানার চকজলির গ্রামের মুজিত মোল্লা, ডায়মন্ড হারবারের ভুকপাঞ্জা কালীপাড়ার ঈশান কাজি, সন্দেশপুর এলাকার শেখ নাসিরউদ্দিন ও বেগমপুরের মহম্মদ কালাম মণ্ডল। বৃহস্পতিবার অভিযুক্তদের কাঁথি মহাকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ছয়দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। বুধবার গভীর রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একটি প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে খেজুরি চলে আসে চারজনের দুষ্কৃতী দল। ওসি প্রলয় চন্দ্রের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী খেজুরি কলাগেছিয়া থেকে শ্যামপুর পর্যন্ত ধাওয়া করে গাড়িটিকে পাকড়াও করে। এরা সমবায় সমিতি ও বাড়িতে ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে এসেছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

পুকুরে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল তিন যুবক

সংবাদদাতা, বুদবুদ : বুদবুদের গোবিন্দপুর এলাকায় সরেশপুকুর নামের একটি পুকুরে স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে যায় তিন যুবক। জানা গিয়েছে, চার যুবক আজ সকালে ঘন জঙ্গলের মাঝে পুকুরের পাড়ে পিকনিক করছিল। দুপুর ১২টার পর তিনজন স্নান করতে নামে। তিনজনকে তলিয়ে যেতে দেখে চতুর্থজন বাঁচাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। পরে পাশের গ্রামের মানুষকে গিয়ে খবর দিলে গ্রামের মানুষ ছুটে এসে উদ্ধারকাজ শুরু করে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানা ও বুদবুদ থানার পুলিশ। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একটি ইঞ্জিন।

প্রেমিকাকে ভিডিও কল করতে করতে আত্মঘাতী

প্রতিবেদন : প্রেমিকার সঙ্গে ভিডিও কলের মাঝেই আত্মঘাতী এক পড়ুয়া। নাম আকাশ দাস (২২)। বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুরের সবংয়ে। বৃহস্পতিবার তাঁর মেস থেকে উদ্ধার হয়েছে গলায় ফাঁস দেওয়া দেহ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, প্রেমিকার সঙ্গে কোনও মনোমালিন্য হয়েছিল। তার সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলতে বলতেই আত্মহত্যা করেন। দু'বছর আগে স্থানীয় শ্যামসুন্দরপুর হাইস্কুল থেকে পাশ করেন আকাশ। বারাসতের এক বেসরকারি কলেজে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান নিয়ে পড়ছিলেন। গত দু'বছর বারাসতেই এক মেসে থাকতেন। সন্ধে পর্যন্ত সাড়াশব্দ না পেয়ে মেসের অন্য আবাসিকদের সন্দেহ হয়। তাঁরা মেসমালিককে খবর দেন। দরজা খুলে দেখা যায় গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলছেন মেধাবী ছাত্র আকাশ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

৫০ হাজার টাকায় গর্ভবতী কন্যাকে বিক্রি করে দিল বাবা। শ্বশুরের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ জানালেন কৃষক জামাই। ঘটনাটি ঘটেছে যোগীরাজ্যের খেড়ি জেলার সান্দাউরা গ্রামে

দিল্লি দরবার

28 March 2025 • Friday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

১১
২৮ মার্চ ২০২৫
শুক্রবার

ঋতব্রতর অভিযোগে অস্বস্তিতে কেন্দ্র

সেলুলার জেলে ব্রাত্য বাঙালির বীরগাথা

প্রতিবেদন: সেলুলার জেলে বাঙালির বীরত্বের ইতিহাস মুছতে চাইছে বিজেপি। বাঙালির বীরগাথা যাতে মানুষ জানতে না পারে তারজন্য তারা চাইছে ধ্বংস হয়ে যাক সেলুলার জেল। স্বাধীনতা সংগ্রামে যে তাদের আদৌ কোনও ভূমিকা ছিল না, সেই লজ্জা ঢাকতেই মরিয়া বিজেপি। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় সরাসরি এই অভিযোগ এনে মোদি সরকারকে গভীর অস্বস্তিতে ফেলে দিলেন তৃণমূল সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর এই অভিযোগের যথার্থতা প্রমাণিত হল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কথাতেই। আন্দামানের জেলে বাঙালি বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত এবং বারীন্দ্রনাথ ঘোষের মূর্তি নির্মাণের কোনও পরিকল্পনা নেই কেন্দ্রীয় সরকারের। ঋতব্রতর প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যসভায় সরাসরি জানিয়ে দেয় কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক। এরপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে তৃণমূল। ঋতব্রত কেন্দ্রের দিকে সরাসরি আঙুল তুলে বলেন, এই সরকার বাঙালি বিরোধী। অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, সেলুলার জেলকে কেন জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ হিসেবে ঘোষণা করা হল না? ১৩ মার্চ তিনি আবার জানতে চেয়েছিলেন যে, আন্দামানের সেলুলার জেল জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ কি না! জবাবে কেন্দ্র জানিয়েছে, এখনও সেলুলার জেলকে সেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ)-এর অধীনেও নয় এই জেল। তাঁর যুক্তি, কেন্দ্রের তথ্যই বলছে, ১৯০৯ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে সেলুলার জেলে বন্দি ৫৮৫ জন বিপ্লবীর মধ্যে ৩৯৮ জন, অর্থাৎ ৬৮ শতাংশেরও বেশি ছিলেন অবিভক্ত বাংলার। ১৩ ফেব্রুয়ারি রাজ্যসভায় ঋতব্রত জানতে চেয়েছিলেন, ব্রিটিশ আমলে সেলুলার জেলে কতজন বন্দি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কতজন বাঙালি ছিলেন। তারই উত্তরে এই তথ্য দেয় কেন্দ্র। ১৩ মার্চ ঋতব্রত ফের প্রশ্ন তোলেন, আন্দামানের সেলুলার জেল জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভের মর্যাদা পেয়েছে কি না। উত্তরে কেন্দ্র জানায়, এখনও সেলুলার জেলকে সেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ করেন সাংসদ।

সেলুলার জেলে বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তকে কী অকল্পনীয় অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছিল এদিন রাজ্যসভায় তা তুলে ধরেন ঋতব্রত। তাঁর মতে, ব্রিটিশ শাসকের সবচেয়ে বেশি নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল বিপ্লবী উল্লাসকরকেই। দেওয়ালের দিকে মুখ করে দিনরাত হাতকড়া পরিয়ে রাখা হত তাঁকে। খাওয়ার কয়েক মুহূর্ত ছাড়া। বাকি সময় নড়াচড়ার উপায় নেই। একটা অমানবিক, অবর্ণনীয় অবস্থা। এখানেই শেষ নয়, তখন পোর্টব্লেয়ারে বিদ্যুৎ আসেনি। কলকাতা থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল দু'টি ব্যাটারি। সেই ব্যাটারি বছরের পর বছর ব্যবহার কর হত উল্লাসকর দত্তকে শক দিতে। ১৯০৯ থেকে ১৯২০ অবধি চলেছিল এই নির্যাতন।

বিপ্লবী বারীন ঘোষের বীরত্বের কাহিনিও তুলে ধরেন তৃণমূল সাংসদ। জানান, ১৯১৫ সালে কীভাবে অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন তিনি। উত্তাল সমুদ্রে ঘেরা আন্দামান জেল ভেঙে পালিয়ে যাওয়ার দুঃসাহস কেমন করে দেখিয়েছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ পুলিশকে বোকা বানিয়ে ওড়িশায় বুড়িবালামের তীরে বাঘাযতীনের পাশে দাঁড়িয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন পুলিশের দিকে। পরে পুরী থেকে গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। তারপর সেলুলার জেলেই ৫ বছর ধরে তাঁকে বন্দি রাখা হয় নিঃসঙ্গ অবস্থায়।

এপিক কার্ড, সংসদে আলোচনার দাবিতে অনড় বিরোধীরা

নোটিশ খারিজের প্রতিবাদে রাজ্যসভা থেকে ওয়াক আউট করল তৃণমূল

প্রতিবেদন: এপিক কার্ড দুর্নীতি নিয়ে আলোচনার দাবি খারিজ হওয়ার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার রাজ্যসভা থেকে ওয়াক আউট করল তৃণমূল কংগ্রেস। ভুয়ো ভোটার কার্ড ইস্যুতে আগাগোড়াই সরব তৃণমূল। বৃহস্পতিবার দলের পক্ষ থেকে ৫ সাংসদ রাজ্যসভায় এপিক নিয়ে আলোচনা জন্য নোটিশ জমা দেন। কিন্তু চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকড় এই সবক'টি নোটিশ খারিজ করে দেন। ক্ষোভে ফেটে পড়েন তৃণমূল সাংসদরা। প্রতিবাদে ওয়াক আউট করেন তাঁরা। এখানেই শেষ নয়, সংসদ কক্ষের বাইরে এসে তৃণমূল কংগ্রেস সমাজবাদী পার্টির সমমনোভাপন্ন দলগুলির সঙ্গে মিলিত হয়ে সরকারের উপর চাপ তৈরি করতে রাজ্যসভায় স্ট্র্যাটেজি কী হবে, তা নিয়ে একপ্রস্থ বৈঠক করে ফেলে। ফের রাজ্যসভায় আলোচনা শুরু হলে কংগ্রেসের

রাজ্যসভার দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে এপিক ইস্যুতে সুর চড়াতেই তাঁকে থামিয়ে দেন চেয়ারম্যান। প্রতিবাদ জানিয়ে সভা থেকে ওয়াক আউট করে বিরোধী শিবির।

এখানেই থেমে না থেকে সংসদের বাইরে এসে মোদি সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন। বলেন, অল্প সময়ের আলোচনা চেয়ে তৃণমূল-সহ বিরোধীদের তরফ থেকে সরকারকে প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু সরকার কথা দিয়েও ইউটার্ন করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম এপিক কার্ডের কারচুপির অভিযোগ তুলে গোটা দেশের চোখ খুলে দিয়েছেন। মহারাষ্ট্র এবং দিল্লিতে ভুয়ো এপিক কার্ড হয়েছে, এমন অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেস জাতীয় নির্বাচন কমিশনে জানিয়েছে। মোদি সরকারের বিরোধিতায় সুর চড়ান তৃণমূলের আরও এক রাজ্যসভা সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, গোটা দেশে ভুয়ো এপিক কার্ড থাকলে স্বচ্ছ এবং অবাধ নির্বাচন হওয়া সম্ভব নয়। এটা গণতন্ত্রের উপর হামলা। বিরোধীদের একটাই মত, এপিক কার্ড ইস্যুতে সংসদে আলোচনা করা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু সরকার টালবাহানা করছে। যা গণতন্ত্রের পক্ষে আদৌ স্বাস্থ্যকর নয় বলে দাবি করেন তৃণমূল সাংসদ ঋতব্রত।

সংসদে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ বিহিত চেয়ে চিঠি অধ্যক্ষকে

প্রতিবেদন : সংসদে কোণঠাসা করা হচ্ছে বিরোধীদের। বক্তব্য পেশ করার সুযোগই দেওয়া হচ্ছে না তাঁদের। মুলতুবি করে দেওয়া হয় অধিবেশন। এর বিহিত চেয়ে লোকসভার অধ্যক্ষকে একজোট হয়ে চিঠি দিলেন বিরোধীরা।

বিরোধী পক্ষ থেকে ডেপুটি স্পিকার নিয়োগের একাধিকবার দাবি তোলার পরেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এরপরেও থেমে না থেকে সংসদীয় পরম্পরাকে অমর্যাদা এবং অগ্রাহ্য করছে মোদি সরকার। বিরোধী আসন থেকে এই অভিযোগ এবং ক্ষোভ বারবার সামনে উঠে এসেছে। বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে এই অভিযোগ এনে তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস, সপা ও অন্যান্য বিরোধী দলগুলিকে ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ, এমনকী ওয়াক আউট করতেও দেখা গেছে। ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা, ভাষাযুদ্ধ, মণিপুর এবং বিদেশ নীতি যে কোনও ইস্যুতেই গণতন্ত্রের পীঠস্থান সংসদে দাঁড়িয়ে বিরোধী দলগুলি সরকারের থেকে জবাব চেয়েছে। এবার এই সমস্ত জনকল্যাণমূলক প্রকল্প নিয়ে কোনও দাবিই পূরণ না হওয়ায় মোদি সরকারের বিরুদ্ধে একমঞ্চে মিলিত হল ইন্ডিয়া জোট। প্রতিবাদ জানিয়ে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অভিযোগপত্র জমা দিলেন বিরোধী দলের নেতারা। তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস, সমাজবাদি পার্টি,আম আদমি পার্টি, আরজেডি, ডিএমকে শিবসেনা নেতাদের স্বাক্ষরিত অভিযোগপত্রে বিরোধী নেতাদের মোদ্দা কথা, সংসদের প্রথা এবং ঐতিহ্যকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার।

স্ত্রীকে খুন করে সুটকেসে ভরল স্বামী

প্রতিবেদন : বেঙ্গালুরুতে ভয়ঙ্কর কাণ্ড! স্ত্রী গৌরীকে অনিল সামবেকর (৩২) খুন করে সুটকেসে ভরে বাথরুমে রেখে দিয়ে চম্পট দিল। রাকেশ শেষপর্যন্ত ধরা পড়ে গেল পুণেতে। স্ত্রীকে খুনের কথা স্বীকার করেছে রাকেশ। খুনের কারণ খুঁজতে তদন্ত নেমেছে বেঙ্গালুরু পুলিশ।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মিথ্যাচার তীব্র প্রতিবাদ তৃণমূলের

প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক সীমান্তে বিএসএফের এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলল তৃণমূল। বিজেপির বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনল দল। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের এক্স হ্যান্ডেলে এদিন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হল, বিএসএফের এক্তিয়ারের প্রশ্নে বাংলা ও গুজরাতে কীভাবে দ্বিচারিতা করেছে কেন্দ্র। অমিত শাহ স্বারাষ্ট্রমন্ত্রক বাংলায় বিএসএফের এক্তিয়ার সীমান্ত থেকে ১৫ কিমি বাড়িয়ে ৫০ কিমি করেছে। অথচ আশ্চর্যজনকভাবে গুজরাতে ৮০ কিমি থেকে কমিয়ে তা ৩০ কিমি করা হয়েছে। অদ্ভুত ব্যাপার। অথচ এখন বিএসএফ সীমান্তে নিজেদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়ে বাংলার সরকারের ওপর দোষ চাপাচ্ছে। দোষ ঢাকার অপচেষ্টায় মরিয়া তারা। এর প্রতিবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়ছে তৃণমূল। এদিন লোকসভায় অভিবাসন বিল নিয়ে আলোচনার সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে তৃণমূল। দলের অভিযোগ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে অমিত শাহের ব্যর্থতাই প্রমাণিত হয়েছে তাঁর বক্তব্যে। মুর্শিদাবাদের তৃণমূল সাংসদ আবু তাহেরের দাবি, ব্যর্থতার দায় স্বীকার করে পদত্যাগ করুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

গুলির লড়াইয়ে খতম ২ জঙ্গি, শহিদ ৪ পুলিশকর্মী

প্রতিবেদন : জম্মু-কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলায় গুলির লড়াইয়ে খতম হল দুই পাকিস্তান মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী। শহিদ হয়েছেন ৪ পুলিশ কর্মীও। গুলিতে জখম হয়েছেন নিরাপত্তাবাহিনীর ৫ জওয়ান। বৃহস্পতিবার কাঠুয়ার গভীর জঙ্গলে সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে ৫ জঙ্গি। খবর পেয়েই এলাকা ঘিরে ফেলে সেনা এবং পুলিশ। রাজবাগের জাখোল গ্রামে বিস্ফোরণ ঘটায় জঙ্গিরা। গুলিও চালায়। পাল্টা গুলি চালায় বাহিনীও। তাতেই খতম হয় দুই জঙ্গি। যৌথবাহিনীর জখম জওয়ানদের ভর্তি করা হয়েছে জম্মুর সরকারি হাসপাতালে।

পার্লামেন্টের ডায়েরি

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় (লোকসভা)
দুর্নীতিগ্রস্ত বিচারপতি ও বিচারকদের গ্রেফতার করতে হবে। শুধুমাত্র অন্য আদালতে বদলি করলে হবে না। কোনও আদালত ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হতে পারে না।

সৌগত রায় (লোকসভা)
অন্য দেশ থেকে ভারতে যাতে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি প্রবেশ না করে সে-ব্যাপারে কেন্দ্রকে যেমন সচেতন থাকতে হবে, তেমনি কোনও ভারতীয় অন্য দেশে গিয়ে যাতে অপমানিত না হন তা দেখাও কর্তব্য কেন্দ্রের। আমেরিকা থেকে হাতকড়া লাগিয়ে ভারতে ফেরত পাঠানো হল নাগরিকদের, কিন্তু কিছুই বললেন না মোদি।

প্রতিমা মণ্ডল (লোকসভা)
জয়নগর থেকে হরিয়ানায় গিয়ে হিন্দুত্ববাদীদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন সাবির মল্লিক। তাঁর পরিবারকে অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কেন্দ্রকে।

সাগরিকা ঘোষ (রাজ্যসভা)
আচ্ছে দিন আসলে একটা জুমলা। একটা প্রতারণা। আচ্ছে দিনের নামে দেখানো হচ্ছে মিথ্যা স্বপ্ন। অথচ দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশই সংকটজনক হয়ে উঠছে।

রণক্ষেত্র ওড়িশা বিধানসভা চত্বর

প্রতিবেদন : ভুবনেশ্বরে রণক্ষেত্র হয়ে উঠল ওড়িশা বিধানসভা চত্বর। চলল লাঠি, সঙ্গে জলকামানও। মহিলাদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের ঘটনা বৃদ্ধির প্রতিবাদে এদিন বিধানসভা অভিযানের ডাক দিয়েছিল কংগ্রেস। তাদের দাবি, মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ঘটনার তদন্ত করতে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করতে হবে। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ অশান্ত হয়ে ওঠে আচমকাই। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয় বিক্ষোভকারীদের। উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠি চালায়। ব্যবহার করে জলকামানও।

দেশ বিদেশ

28 March, 2025 • Friday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ফেব্রুয়ারি মাসে বাজেট পেশের সময়ই ঘোষণা হয়েছিল। এবার লোকসভায় অর্থবিল নিয়ে আলোচনায় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানান, ১২ লক্ষ টাকার সামান্য বেশি যাঁদের বার্ষিক আয়, তাঁদের 'মার্জিনাল রিলিফ' দেওয়া হবে

গাড়ি আমদানি ও গাড়ির যন্ত্রাংশের উপর ২৫% শুল্ক ঘোষণা ট্রাম্পের

সিদ্ধান্তের জেরে টাটা মোটরসের শেয়ারে তীব্র পতন

প্রতিবেদন: গাড়ি আমদানি ও গাড়ির যন্ত্রাংশের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত কিছুদিন ধরে শুল্ক আরোপের ঘোষণা নিয়ে বাণিজ্যিক অংশীদারদের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে, এই নতুন শুল্ক হার ঘোষণা তাতে নতুন করে ঘৃতাহুতি দেবে। এদিকে ওভাল অফিসে বসে ওই আদেশে স্বাক্ষর করার পর ট্রাম্প বলেন, আমরা যা করতে চলেছি সেটা হল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি নয় এমন সমস্ত গাড়ির উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। আগামী ৩ এপ্রিল থেকে এই আদেশ কার্যকর হওয়ার কথা।

বিদেশে তৈরি গাড়ি ও হালকা ওজনের ট্রাকের উপর এই শুল্কের প্রভাব পড়বে সবাধিক। গাড়ির গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশের উপরেও এর প্রভাব পড়বে। জানুয়ারিতে দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় আসার পর ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ বাণিজ্য-অংশীদার কানাডা, মেক্সিকো ও চিনের উপর নতুন

করে আমদানি শুল্ক আরোপ করেছেন। পাশাপাশি স্টিল ও অ্যালুমিনিয়ামের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন তিনি। আর মার্কিন প্রেসিডেন্টের সর্বশেষ ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় টাটা মোটরসের শেয়ার বৃহস্পতিবার তীব্রভাবে পড়ে যায়, প্রাথমিক লেনদেনে দর প্রায় ৬ শতাংশ কমে যায়। এদিন সকাল ৯টা ৫৫ মিনিটে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির শেয়ার ৫.২৬ শতাংশ কমে ৬৭০.৭০ টাকায় লেনদেন হয়। ভারতীয় অটোমোবাইল ক্ষেত্রে এই পতন বিশেষভাবে সেইসব কোম্পানির উপর প্রভাব ফেলেছে যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গাড়ি রফতানি করে।

জাগুয়ার ল্যান্ড রোভার-এর মালিক টাটা মোটরস ট্রাম্পের নতুন শুল্কবৃদ্ধির ঘোষণার জেরে চাপে পড়তে পারে। কারণ এই কোম্পানির ২০২৪ সালের মোট বিক্রির এক-তৃতীয়াংশ উত্তর আমেরিকা থেকে আসে, যার মধ্যে ২২% মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। নতুন পরিস্থিতিতে বিনিয়োগকারীরা উদ্বিগ্ন যে এই শুল্কবৃদ্ধির ফলে আয় এবং মুনাফার মার্জিনে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। ট্রাম্পের নতুন শুল্ক ঘোষণা ভারতের বাজারে অনিশ্চয়তা বাড়িয়েছে, যা শেয়ার দরের পতনকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। ট্রাম্পের বাণিজ্য পরিকল্পনা নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং এর ফলে মন্দা দেখা দিতে পারে, এমন উদ্বেগও আর্থিক বাজারগুলিকে নাড়া দিয়েছে। শুল্কের কী প্রভাব পড়তে চলেছে, সেই আশঙ্কা থেকে গত কয়েক মাসে ভোক্তাদের আস্থাও হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে ট্রাম্প প্রশাসন বলছে, সরকারের রাজস্ব আয় বাড়ানো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পখাতকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং বিভিন্ন দেশের উপর যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রাধিকার চাপিয়ে দেওয়ার হাতিয়ার হিসেবে এই শুল্ক আরোপ হচ্ছে। কিন্তু গাড়ি আমদানিতে শুল্ক আরোপের ফলে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, কানাডা, মেক্সিকো ও জার্মানির মতো ঘনিষ্ঠ অংশীদারদের সঙ্গেও আমেরিকার সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরির আশঙ্কা।

বিচারপতি ভার্মার বদলির বিরুদ্ধে ছয় বার অ্যাসোসিয়েশন

প্রতিবেদন: দিল্লি হাইকোর্ট থেকে বিচারপতি যশবন্ত ভার্মাকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে বদলির বিরুদ্ধে একযোগে সরব হল দেশের ছটি রাজ্যের বার অ্যাসোসিয়েশন। এ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নাকে চিঠি পাঠিয়েছেন বার অ্যাসোসিয়েশনের শীর্ষ পদাধিকারীরা। তাঁদের দাবি, বিচারপতি ভার্মার দিল্লির সরকারি বাসভবনে একাধিক বস্তাভর্তি পোড়া নোট উদ্ধারের পর তদন্ত চলাকালীন ভার্মাকে বিচারবিভাগীয় সমস্ত কাজ থেকে অপসারণ করতে হবে।

অপসারণের দাবি

অভিযুক্ত বিচারপতির অন্য হাইকোর্টে বদলির সিদ্ধান্ত মানা হবে না। এই ইস্যুতে শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতিকে চিঠি দিয়েছেন গুজরাত, এলাহাবাদ, কর্নাটক, কেরল হাইকোর্ট এবং লখনউয়ের বার অ্যাসোসিয়েশনের শীর্ষ পদাধিকারীরা। বার অ্যাসোসিয়েশনগুলির বক্তব্য, বিচারপতির বাসভবন থেকে উদ্ধার হওয়া বিপুল অর্থের উৎস অজ্ঞাত। এই অবস্থায় বিচারপতি ভার্মাকে দিল্লি থেকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে বদলির সিদ্ধান্ত মানা হবে না। কারণ কোনও আদালতই আবর্জনার স্তূপ নয়। বিচারবিভাগীয় রক্ষাকবচের আড়ালে এত গুরুতর অভিযোগ ধামাচাপার চেষ্টা করতে দেওয়া যাবে না। নগদকাণ্ডে অবিলম্বে বিচারপতির বিরুদ্ধে সিবিআই বা ইডির তদন্তের দাবিও তুলেছেন আইনজীবীরা। পাশাপাশি তাঁকে ইমপিচ বা বরখাস্ত করতে চেয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশন।

গাজা ভূখণ্ডে এবার হামাসের বিরুদ্ধেই বিক্ষোভ প্যালেস্তানীয়দের।

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপট ইউনুসকে মনে করাল দিল্লি

দোষী চরমপন্থীদের মুক্তির কারণে বাংলাদেশের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল

প্রতিবেদন: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার পিছনে ভারতের অবদান মনে করিয়ে দিয়ে ইউনুসকে চিঠি দিলেন মোদি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী দিল্লি ও ঢাকার মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক মনে করিয়ে ওই চিঠি দেন। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসকে দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থ ও উদ্বেগের প্রতি সংবেদনশীলতার ভিত্তিতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক শক্তিশালী করার আহ্বান জানান তিনি। মোদির এই উদ্যোগের পিছনে বিশেষ কৌশল রয়েছে বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের। এই চিঠি এমন সময়ে দেওয়া হয়েছে যখন শেখ হাসিনার সরকার উৎখাতের পর ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকারের সময়কালে বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রক একাধিকবার এই হামলার নিন্দা করে বাংলাদেশকে তার ধর্মীয় সম্প্রদায় ও প্রতিষ্ঠানগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে।

বুধবার বাংলাদেশের জাতীয় দিবস উপলক্ষে ইউনুস ও বাংলাদেশের জনগণের উদ্দেশে পাঠানো বার্তায় মোদি দুই দেশের ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ টানেন। প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, এই দিনটি আমাদের যৌথ ইতিহাস ও আত্মত্যাগের সাক্ষী, যা আমাদের দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বের ভিত্তি স্থাপন করেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের সম্পর্কের পথপ্রদর্শক হিসেবে রয়ে গিয়েছে, যা বহু ক্ষেত্রে বিকশিত হয়েছে এবং আমাদের জনগণের জন্য বাস্তব সুবিধা এনেছে। তিনি বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারিত্ব আরও এগিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন এবং শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির গুরুত্বের উপর জোর দেন। তিনি বলেন, আমরা এই অংশীদারিত্বকে আরও এগিয়ে নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির জন্য আমাদের অভিন্ন আকাঙ্ক্ষার দ্বারা পরিচালিত এবং একে অপরের স্বার্থ ও উদ্বেগের প্রতি পারস্পরিক সংবেদনশীলতার ভিত্তিতে গঠিত।

সম্প্রতি বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, আগস্ট ২০২৪ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে

২,৩৭৪টি হিংসার ঘটনার রিপোর্ট করা হয়েছে। জয়সওয়ালের মতে, ৯৮ শতাংশ ঘটনাকে "রাজনৈতিক প্রকৃতির" বলে শ্রেণিবদ্ধ করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। তবে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট যাই হোক না কেন, ভারত আশা করে বাংলাদেশ দোষীদের বিচারের আওতায় আনবে। জয়সওয়াল আরও উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, সহিংস অপরাধে দোষী সাব্যস্ত চরমপন্থীদের মুক্তি বাংলাদেশের পরিস্থিতিকে আরও অস্থিতিশীল করে তুলেছে।

ইউক্রেনের যুদ্ধবন্দিদের সাজা মস্কোর

প্রতিবেদন: যুদ্ধের পরিস্থিতিতে ২৩ জন ইউক্রেনীয় বন্দিকে সাজা দেওয়ার কথা ঘোষণা করল পুতিনের দেশ। রুশ সরকারের দাবি, ইউক্রেনের ওই নাগরিকেরা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে জড়িত। তাই তাঁদের বিচার করে শাস্তি। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই মস্কোর অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির প্রশাসন। তারা জানিয়েছে, এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনের তোয়াক্কা না করে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে সাজা হয়েছে বন্দিদের। নির্দিষ্টভাবে ঠিক কোন অপরাধে ওই বন্দিদের কী সাজা হয়েছে, সে-বিষয়ে ক্রেমলিনের তরফে কিছু জানানো হয়নি। ওই ২৩ জন সাজাপ্রাপ্তের মধ্যে ইউক্রেনের কোনও সেনা রয়েছেন কিনা, সে-বিষয়েও নিরুত্তর মস্কো।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সিনেস্কোপ

28 March, 2025 • Friday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

শুরু হচ্ছে পরিচালক অর্পণ সরকারের নতুন থ্রিলার ছবি 'গিরগিটি'র শুটিং। ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় থাকছেন সৌরভ দাস, পায়েল রায় ও অভিনেতা জ্যামি বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবির গল্প তানিয়া নামে একটি মেয়েকে ঘিরে— যে চরিত্রটিতে অভিনয় করেছেন পায়েল

সিকন্দর

ইদ উপলক্ষে ৩০ মার্চ মুক্তি পাচ্ছে সলমন খানের অ্যাকশন প্যাক ছবি 'সিকন্দর'। পরিচালক এ আর মুরুগাদোস। অগ্রিম বুকিংয়েই ঝড় তুলল 'সিকন্দর'। প্রথম দিনে ছবির আয় হয়েছে ৫০ কোটি টাকা। লিখছেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

বলিউডের ভাইজানকে বড়পর্দায় দেখার জন্য সবসময়ই ভক্তেরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন। আর ইদের সময় সেই অপেক্ষা যেন আরও বেড়ে যায়। কারণ ইদে সলমন খানের ছবি রিলিজ হবার ট্রেন্ড বহুদিনের। যা শুরু হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ১৬ বছর আগে। তারপর থেকে বক্স অফিসে সেই ট্রেন্ডই সেট হয়ে গেছে। ইদ মানেই ভাইজানের ছবি। সেই ২০০৯ সালে 'ওয়ান্টেড' থেকে ২০২৩-এ 'কিসি কা ভাই কিসি কা জান', দীর্ঘ সময় ধরে ইদ বক্স অফিসে একচ্ছত্র ছড়ি ঘুরিয়েছেন সলমন। ১৬ বছরে ইদ উপলক্ষে মোট ১১টা ছবি মুক্তি পেয়েছে তাঁর। মাঝেমধ্যে ছেদ পড়লেও এ বছর ব্যতিক্রম হল না। আগামী ৩০ মার্চ পর্দায় আসছে তাঁর অ্যাকশন প্যাক ছবি 'সিকন্দর'। ছবির পরিচালক আমির খানের 'ঘজনী'খ্যাত এ আর মুরুগাদোস। নির্মাতা সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা।

ছবিটির ঘোষণার দিন থেকেই প্রচণ্ড হাইপড। 'সিকন্দর'কে এ-বছরের সবচেয়ে বড় ছবি হিসেবেই দেখছেন দর্শক, সমালোচক সকলে। যার বাজেট প্রায় ২০০ কোটি। ট্রেলারেই খেল দেখিয়েছেন ভাইজান। তাঁর চিরাচরিত ভঙ্গিতে, নাচে গানে, মারামারিতে, সংলাপে, প্রেমে, আবেগে এবং প্রতিশোধে আবার এক নয়া অবতারে সলমন। তবে এটা কোনও তামিল ছবির রিমেক নয়। ছবির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে সঞ্জয় রাজকোট নামের এক ব্যক্তি। ঠাকুমা সঞ্জয়কে শৈশবে ডাকতেন সিকন্দর বলে। মানুষ তাকে অসম্ভব ভালবেসে নাম দেয় রাজা সাহেব। দাদুর দেওয়া নামটি ছিল সঞ্জয়। এহেন সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে পাঁচ বছরে প্রায় ৪৯টা মামলা দায়ের হয়েছে। অথচ সে দরিদ্র, দুর্বলের মসীহা। মানুষ তাকে ভালবাসে। কে এই সঞ্জয় ওরফে সিকন্দর? কেন সে এত বড় অপরাধী হয়ে উঠল। কী কারণে এতগুলো কেস তার ঘাড়ে। মৃতা স্ত্রী-ই সঞ্জয়ের জীবনের চলার পথের অনুপ্রেরণা। কী হয়েছিল তাঁর স্ত্রীর? কেনই বা এই প্রতিশোধের খেলা? যদিও ছবি যত এগতে থাকবে ততই স্পষ্ট হবে যে সঞ্জয় কোনও সাধারণ অপরাধী নয় তার দ্বারা সংঘটিত প্রতিটা অপরাধের পিছনে বড় উদ্দেশ্য রয়েছে। গোটা ছবিটাকে একটা ইমোশনাল জার্নি বলা যেতে পারে। দুর্দান্ত মারকাটারি অ্যাকশন, দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন, ন্যায়বিচার— সবমিলিয়ে ভরপুর এন্টারটেনমেন্ট রয়েছে 'সিকন্দর'-এ। ছবির ট্রেলার দেখেই দর্শক অনেকটা ধরে ফেলতে পারবে স্টোরি লাইন। ছবিতে রশ্মিকার চরিত্রটির ট্র্যাজিক পরিণতি দেখানো হয়েছে। রশ্মিকা এখানে সলমন খানের স্ত্রীর ভূমিকায় রয়েছেন। পাশাপাশি কাজল আগরওয়ালের চরিত্রটিতে একটা চমক রয়েছে। ছবির পরতে পরতে দর্শকদের জন্য সারপ্রাইজ রেখেছেন পরিচালক।

অক্ষয় কুমার অভিনীত 'হলিডে' ছবির শুটিং করছিলেন এ আর মুরুগাদোস। তখনই সলমনের সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয়। প্রথম সাক্ষাতেই ভাইজানের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন তিনি। ইতিবাচক উত্তর দিয়েছিলেন সলমন খান। এর কয়েক মাস পরেই 'সিকন্দর'-এর চিত্রনাট্য পড়ে শুনিয়েছিলেন পরিচালক। চিত্রনাট্য

পছন্দ হয় তাঁর। 'সিকন্দর' ছবির মাধ্যমে সলমন বহুদিন বাদে বড়পর্দায় ফিরছেন। তাঁর সর্বশেষ ছবি ২০২৩-এর 'টাইগার ৩'। সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা এবং সলমন খানের এটি দ্বিতীয় কোলাবরেশন। এর আগে সাজিদের পরিচালনায় সলমন করেছিলেন 'কিক' ছবিটি। যা মুক্তি পেয়েছিল ২০১৪ সালে। যেটা ছিল সাজিদের ডায়রেক্টরিয়াল ডেবিউ ছবি। সলমন খান এবং রশ্মিকা মন্দানা ছাড়াও এই 'সিকন্দর'-এ রয়েছেন শরমন যোশী, প্রতীক বব্বর, সত্যরাজ এবং কাজল আগরওয়াল। চিত্রনাট্যকার পরিচালক স্বয়ং, সংলাপ লিখেছেন রজত, অরোরা, হুসেন দালাল, আব্বাস দালাল। 'সিকন্দর' ছবির সংলাপ বলিষ্ঠ। সলমনের মুখে বেশ কিছু সংলাপ যেমন 'ইনসাফ নেহি হিসাব করনে আয়া হুঁ', বা 'কায়েদে মে রহো ফায়েদে মে রহোগে' ইতিমধ্যেই সুপারহিট হয়েছে। দুর্দান্ত সিনেমাট্রোগ্রাফি করেছেন তিরু। সম্পাদনায় বিবেক হর্শন। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন প্রীতম। ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর করেছেন সন্তোষ নারায়ণ। ছবির একটি গান 'জোহরা জাবিন'-এ ফারহা খানের কোরিওগ্রাফিতে করা সলমন, রশ্মিকার ডান্স আইটেম সঙটি সুপারহিট হয়েছে ইতিমধ্যেই। এর আগে সলমনের 'সুলতান' ছবির সুপার হিট ডান্স আইটেম সং 'বেবি কো বেস পসন্দ হয়'-এর কোরিওগ্রাফিও করেছিলেন ফারহা খান। এতদিন পরে সলমনের জন্য আবার কোরিওগ্রাফি করে উচ্ছ্বসিত ফারহা খান। গানের সুরকার প্রীতম এবং গানটি গেয়েছেন নাকাশ আজিজ ও দেভ নেগি। ডান্স আইটেম সং-এ সলমন আর রশ্মিকার রসায়ন দর্শকের দারুণ পছন্দ হয়েছে।

গত ২৫ তারিখ থেকে শুরু হয়েছিল সিকন্দরের অগ্রিম বুকিং। শুরুটা খুব ধীরগতিতে হলেও প্রথমদিন হিসেবে খারাপ নয়। ওইদিন কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রায় ৪০ হাজার টিকিট বিক্রি হয়ে গেছিল। হিন্দি টু-ডির ভার্সনের মোট টিকিট বিক্রি হয়েছিল ১০১৩ কোটি টাকার। ব্লক সিটের ক্ষেত্রে অগ্রীম টিকিট বুকিং হয়েছে মোট ৫.০১ কোটি টাকা। রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে প্রথমদিন 'সিকন্দর'-এর সবচেয়ে বেশি অগ্রিম টিকিট বিক্রি হয়েছে রাজধানী দিল্লীতে। ২১০৮৪ লাখ টাকা। এরপরেই রয়েছে রাজস্থান এবং মহারাষ্ট্র। বুকিং ওপেনিং-এর সময়েই সারা ভারতে ৫০ কোটি আয় করে ফেলেছে এই ছবি। গোটা ভারতে মোট ৭৯৫২টি স্ক্রিনে দেখানো হবে 'সিকন্দর'। অভিনেতাকে আরও একবার লার্জার দ্যান লাইফ অবতারে দেখে দারুণ খুশি ভক্তরা।

আমি কোচ হলে রোহিতকে রোজ ২০ কিলোমিটার দৌড় করাতাম, মন্তব্য যোগরাজ সিংয়ের

চাকরি যাচ্ছে ডোরিভালের, নতুন কোচ খুঁজছে ব্রাজিল

রিও ডি জেনেইরো, ২৭ মার্চ : আর্জেন্টিনার কাছে চার গোল হজমের জের। চাকরি খোয়াতে চলেছেন ডোরিভাল জুনিয়র। ব্রাজিলের নামী সংবাদমাধ্যম 'ও গ্লোবো'র দাবি, ইতিমধ্যেই জাতীয় দলের নতুন কোচের খোঁজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

এক বছরেরও বেশি সময় ডোরিভাল ব্রাজিলের দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁর কোচিংয়ে ১৬টি ম্যাচ খেলে মাত্র ৭টিতে জিতেছে ব্রাজিল। হেরেছে ৫টিতে। এর মধ্যে রয়েছেন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনার কাছে ১-৪ ব্যবধানে হার। গ্লোবো-র প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয়েছে, ফুটবলারদের উপর নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি হারিয়ে বসেছেন ডোরিভাল। আগামী সপ্তাহেই তাঁর সঙ্গে বৈঠকে বসবেন ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের শীর্ষ কর্তারা। আগামী জুন মাসের মধ্যেই ডোরিভালের বিকল্প নিশ্চিত করে ফেলতে চান ব্রাজিলীয় ফুটবল কর্তারা।

আর নতুন কোচের দৌড়ে ভেসে উঠেছে কার্লো আনচেলোত্তির নাম। এর আগেও তাঁর জন্য

ঝাঁপিয়েছিল ব্রাজিল। কিন্তু রিয়াল মাদ্রিদের চুক্তির কারণে সেই প্রস্তাবে সাড়া দিতে পারেননি আনচেলোত্তি। আগামী বছর পর্যন্ত রিয়ালের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে তাঁর। তাই আনচেলোত্তিকে পাওয়া কঠিন। বিকল্প হিসাবে আরও কয়েকটা নাম রয়েছে কর্তাদের তালিকায়। এর মধ্যে রয়েছেন জাতীয় দলের প্রাক্তন ডিফেন্ডার ফিলিপে লুইস। অবসরের পর তিনি এখন ব্রাজিলীয় ক্লাব ফ্ল্যামেঙ্গোর কোচ। শেষ পর্যন্ত কে ভিনিসিয়াস জুনিয়রদের কোচ হবেন, তা বলবে সময়।

লিওনেল মেসি না খেললেও আর্জেন্টিনাকে এই ম্যাচে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের মতোই লেগেছে। সিনিয়রদের সঙ্গে জিউলিয়ানো সিমিওনের মতো নতুনরা শুধু উঠেই আসেননি, নিল-সাদা জার্সির মর্যাদাও রাখছেন। ঠিক এই জায়গাতেই ব্যর্থ হয়েছে ব্রাজিল। নেইমার খেলেননি। কিন্তু সেটা নিয়ে কারও মাথা ব্যথাও নেই। অনেক দিনই তিনি জাতীয় দলের বাইরে। কিন্তু যেটা ভক্তদের অবাক করেছে, সেটা এই যে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে দুর্ধর্ষ ফুটবল খেলা ভিনিসিয়াস জুনিয়রের ব্যর্থতা। দলের এই সামগ্রিক ব্যর্থতার আঁচ এসে পড়েছে কোচের উপর। খেলার মাঠের নিয়মই তাই। দল ব্যর্থ হলে কোপ পড়ে কোচের উপর। আর এ তো আর্জেন্টিনার কাছে হার!

ইগার হার

মায়ামি : মায়ামি ওপেনে মেয়েদের সিঙ্গলসে বড় চমক দিলেন ফিলিপিন্সের আলেকজান্দ্রা ইলা। ১৯ বছর বয়সি আলেকজান্দ্রার কাছে হেরে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই বিদায় নিলেন বিশ্বের দু'নম্বর মহিলা খেলোয়াড় ইগা সুইয়াটেক। আলেকজান্দ্রা ৬-২, ৭-৫ স্ট্রেট সেটে ম্যাচ জিতে নেন। ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি নিয়ে মায়ামি ওপেনে খেলা আলেকজান্দ্রা এই প্রথম কোনও ডব্লুটিএ টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে উঠলেন। গত সাত বছর ধরে রাফায়েল নাদালের টেনিস অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন আলেকজান্দ্রা। ছাত্রীর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত নাদাল এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "আমরা সবাই তোমার জন্য গর্বিত অ্যালেক্স। কী অসাধারণ একটা টুর্নামেন্ট। স্বপ্ন দেখে যাও।"

প্রয়াত লিভার

লন্ডন : প্রয়াত ইংল্যান্ডের প্রাক্তন পেসার পিটার লিভার। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। ইংল্যান্ডের হয়ে ১৭ টেস্টে ৪১ উইকেট নেওয়া লিভারকে ক্রিকেটপ্রেমীরা মনে রেখবেন ১৯৭০-৭১ অ্যাসেজ সিরিজে দুরন্ত পারফরম্যান্সের জন্য। এছাড়া ইংল্যান্ডের হয়ে ১০টি একদিনের ম্যাচও খেলেছেন ডানহাতি পেসার। ১৯৭৫ সালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে অকল্যান্ড টেস্টে বড় দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসেছিলেন লিভার। তাঁর বাউন্সারে মাথায় মারাত্মক চোট পান ইয়ান চ্যাটফিল্ড। চিকিৎসকদের তৎপরতায় সেযাত্রা প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন চ্যাটফিল্ড। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৩০১ ম্যাচ খেলে ৭৯৬ উইকেট নিয়েছেন লিভার।

নেই লাথাম

নেপিয়ার : চোটের জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক টম লাথাম। নেটে ব্যাট করার সময় তিনি ডান হাতে আঘাত পান। এক্স রে-তে ধরা পড়েছে, লাথামের হাড়ে চিড় ধরেছে। সুস্থ হতে অন্তত এক মাস সময় লাগবে। লাথামের বদলে একদিনের সিরিজে কিউয়িদের নেতৃত্ব দেবেন মাইকেল ব্রেসওয়েল। যাঁর নেতৃত্বে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সদ্য টি-২০ সিরিজ জিতেছে নিউজিল্যান্ডে। পাশাপাশি লাথামের পরিবর্ত হিসাবে স্কোয়াডে এসেছেন অভিজ্ঞ ব্যাটার হেনরি নিকোলস। প্রসঙ্গত, শনিবার নেপিয়ারে সিরিজের প্রথম ম্যাচ।

টাকা বাকি, বাদ পাকিস্তান

আজলান শাহ কাপ

কুয়ালালামপুর, ২৭ মার্চ : গতবারের রানার্স আপ। অথচ সুলতান আজলান শাহ হকিতে পাকিস্তানকে আমন্ত্রণই জানাল না মলয়েশিয়া! গত বছর টুর্নামেন্ট খেলার সময় মালয়েশিয়া হকি ফেডারেশনের প্রাপ্য অর্থ মেটায়নি পাকিস্তান হকি ফেডারেশন। তাই এই সিদ্ধান্ত। চলতি বছরের নভেম্বরে কুয়ালালামপুরে বসবে সুলতান আজলান শাহ হকি টুর্নামেন্ট। গতবারের চ্যাম্পিয়ন জাপানও এবারে অংশগ্রহণ করছে না। তবে ভারত ছাড়াও টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে জার্মানি, আয়ারল্যান্ড, বেলজিয়াম, কানাডা ও আয়োজক দেশ মালয়েশিয়া। পাক হকি সংস্থার বক্তব্য, "গত বছর টুর্নামেন্ট চলাকালীন আমাদের এক কর্তা আয়োজকদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেছিলেন। বকেয়া অর্থও মেটাননি। এতে দু'দেশের দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক নষ্ট হতে চলেছে।"

বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন মেসিই

বুয়েনোস আইরেস, ২৭ মার্চ : চোটের জন্য লিওনেল মেসি খেলতে পারেননি। যদিও উরুগুয়ে ও ব্রাজিলকে হারিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট আদায় করে নিয়েছে আর্জেন্টিনা। আর ছাড়পত্র পেতেই ফের শুরু হয়ে গিয়েছে চর্চা। মেসি পরের বিশ্বকাপ খেলবেন তো!

আগামী বছর ৩৮-এ পা দেবেন মেসি। যদিও গোটা আর্জেন্টিনা মেসির নেতৃত্বে আরও একটা বিশ্বকাপ জেতার স্বপ্নে বিভোর। আশায় বুক বাঁধছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মেসি ভক্তরাও। সবাই মনে করছেন, মেসির ষষ্ঠবার বিশ্বকাপ খেলা শুধুই সময়ের অপেক্ষা মাত্র। লিওনেল স্কালোনি আবার পুরোটাই ছেড়ে দিচ্ছেন মেসির হাতে। কোনও রাখঢাক না করেই আর্জেন্টিনা কোচ জানাচ্ছেন, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন মেসি-ই।

স্কালোনির বক্তব্য, "দেখা যাক কী হয়। হাতে এখনও অনেক সময় রয়েছে। আমাদের প্রতিটি ম্যাচ ধরে এগোতে হবে। নইলে গোটা বছর ধরেই এই এক প্রশ্ন বারবার শুনতে হবে। একটা কথা স্পষ্ট বলে দিতে চাই। এই বিষয়ে মেসিই শেষ কথা বলবে। ও চাইলে অবশ্যই পরের বিশ্বকাপ খেলবে। তবে তার জন্য ওকে এখন থেকেই বিব্রত করা উচিত হবে না। সময় এলে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।"

মেসির জাতীয় দলের সতীর্থরা অবশ্য মনেপ্রাণে বিশ্বকাপ দলে নিজেদের নায়ককে চাইছেন। জুলিয়ান আলভারেজ যেমন বলছেন, "লিও পাশে থাকলে আমরা আরও ভাল খেলব। এই দুটো ম্যাচে ও খেললে আমরা হয়তো আরও ২-৩টে গোল বেশি করতাম।" আরেক সতীর্থ রডরিগো ডি পলের বক্তব্য, "আমরা তখনই সেরা ফুটবল খেলি, যখন লিও ১০ নম্বর জার্সি গায়ে পাশে থাকে। কারণ লিও-ই সর্বকালের সেরা।"

মারাদোনার দেহরক্ষী গ্রেফতার

বুয়েনোস আইরেস, ২৭ মার্চ : দিয়েগো মারাদোনার এক প্রাক্তন দেহরক্ষীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। তার বিরুদ্ধে ট্রায়ালে তথ্য গোপন ও মিথ্যে তথ্য দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ২০২০-র ২৫ নভেম্বর প্রয়াত হন কিংবদন্তি ফুটবলার। সাতজন স্বাস্থ্যকর্মীর বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ রয়েছে। আপাতত তাদের ট্রায়ালের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। মঙ্গলবার বিকেলে মারাদোনার প্রাক্তন দেহরক্ষী জুলিও সিজার কোরিয়াকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে পরস্পরবিরোধী সাক্ষ্য দেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে। মারাদোনার কন্যাদের সাক্ষ্য আগেই নেওয়া হয়েছিল।

কঠিন গ্রুপ

প্রতিবেদন : মেয়েদের এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বে কঠিন গ্রুপে পড়ল ভারত। ১ থেকে ২৬ মার্চ অস্ট্রেলিয়ার তিনটি শহরে হবে এই টুর্নামেন্ট। 'বি' গ্রুপে ভারত ছাড়াও রয়েছে থাইল্যান্ড, ইরাক, মঙ্গোলিয়া ও পূর্ব তিমুর। গ্রুপ থেকে একটি দলই মূলপর্ব উঠবে। তাই ভারতীয় মেয়েদের কাজটা খুব কঠিন। কারণ এই গ্রুপের সবথেকে শক্তিশালী দল থাইল্যান্ড। তাই থাইল্যান্ডকে হারাতেই হবে।

মনুদের পরীক্ষা এবার বিশ্বকাপে

বুয়েনোস আইরেসের পথে ভারতীয় মেয়েরা।

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ : মনু ভাকের, সৌরভ চৌধুরী-সহ ৩৫ জন ভারতীয় শুটারের পরীক্ষা এবার আর্জেন্টিনায়। বুয়েনোস আইরেসে আগামী ৩ এপ্রিল শুরু হচ্ছে শুটিং বিশ্বকাপ। আইএসএসএফ বিশ্বকাপে শুটিংয়ের তিনটি ইভেন্টই থাকছে। রাইফেল, পিস্তল এবং শটগানে অংশ নেবেন ভারতীয় শুটাররা। প্যারিসে জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী মনু ভাকেরই শুধুমাত্র বিশ্বকাপে দু'টি ব্যক্তিগত ইভেন্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ভারতীয় শুটাররা মোট ১৫টি পদক ইভেন্টে নামবেন। যার মধ্যে ১২টি ব্যক্তিগত ইভেন্ট এবং ৩টি মিক্সড ইভেন্ট রয়েছে। ২২ জন শুটারের প্রথম ব্যাচ বুধবারই বুয়েনোস আইরেস রওনা হয়। বাকি ভারতীয় শুটাররা যাবেন ২৯ মার্চ।

চোট সারিয়ে কোচ যশপাল রানার তত্ত্বাবধানে বিদেশে প্রস্তুতি নিয়েছেন মনু। তবে বাকি শুটাররা গত ১৪ মার্চ থেকে দিল্লির কারনি সিং শুটিং রেঞ্জে ভারতীয় রাইফেল সংস্থা আয়োজিত জাতীয় শিবিরে প্রস্তুতি নিয়েছেন। বুয়েনোস আইরেসে বিশ্বকাপের প্রথম পর্ব শেষে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় লেগ হবে পেরুর রাজধানী লিমায়। প্রথম দু'টি বিশ্বকাপের জন্য তারুণ্য ও অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে দল গড়া হয়েছে। মনু, সৌরভ-সহ মোট ১৬ জন অলিম্পিয়ান রয়েছেন স্কোয়াডে। তরুণদের মধ্যে সুরুচি, সাইনিয়াম, আর্য বোস, নর্মদা নীতীনরা থাকবেন নজরে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জর্ডনের আম্মানে এশীয় কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে দ্বিতীয় ব্রোঞ্জ পদক পেলেন ভারতের ২২ বছর বয়সি কুস্তিগির নীতেশ

মাঠে ময়দানে

28 March, 2025 • Friday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২৮ মার্চ ২০২৫
শুক্রবার

নারিন-কাঁটা নিয়েই মুম্বইয়ে পা নাইটদের

প্রতিবেদন : গুয়াহাটি ম্যাচ থেকে কেকেআর শুধু পুরো পয়েন্ট পায়নি, এইসঙ্গে অনেকগুলি পজিটিভও খুঁজে পেয়েছে তারা। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে খেলার আগে যা তাদের বাড়তি মনোবল জোগাবে।

আরসিবি ম্যাচে সুনীল নারিন খেলেননি। তাঁর না খেলার কোনও প্রভাব ম্যাচে পড়তে দেননি মইন আলি। চমৎকার বোলিং করেছেন। দুটি উইকেট নেওয়া ছাড়াও মোটে ২৩ রান দিয়েছেন। সবথেকে বড় কথা হল, মইন গুয়াহাটির উইকেট থেকে অনেকটা টার্ন পেয়েছেন। তাঁর বল যতটা ঘুরেছে, বরুণ চক্রবর্তীর বল কিন্তু ততটা ঘোরেনি। নারিন সুস্থ হয়ে গেলে মইনকে বাদ দেওয়া শক্ত হবে।

নাইটদের জন্য আর এক পজিটিভ হল কুইন্টন ডি'ককের রান পাওয়া। ফিল সল্টকে ছেড়ে দেওয়া নিয়ে ক্ষোভ ছিল সমর্থকদের মনে। ডি'কক গুয়াহাটিতে ৯৭ রান করে সেই ক্ষোভ প্রশমিত করেছেন। সল্টের মতোই আক্রমণাত্মক মেজাজে ব্যাট করেছেন তিনি। ডি'কক রান করে দেওয়ায় কেকেআরের মিডল অর্ডারকে নামতে হয়নি। আন্দ্রে রাসেল প্রথম দুই ম্যাচে বল করেননি। ব্যাট হাতেও এখনও কিছু করেননি।

নাইটদের জন্য ভাল খবর হল বরুণ দুটি ম্যাচেই ভাল বল করলেন। সিম বোলিংয়ে হর্ষিত রানা ও বৈভব অরোরা নিখুঁত জায়গায় বল রেখেছেন। রাজস্থান ম্যাচে দু'জনেই দুটি করে উইকেট নিয়েছেন। মিডল ওভারে অঙ্গকৃষ রঘুবংশীর ব্যাটিংও দলে স্বস্তি দিচ্ছে। গুয়াহাটিতে রঘুবংশী ডি'ককের সঙ্গে মিলে কেকেআরকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছেন।

এই আবহে বৃহস্পতিবার বিকেলে গুয়াহাটি ছেড়েছেন নাইটরা। রাতে তাঁরা মুম্বইয়ে পৌঁছে যান। ওয়াংখেড়েতে

গুয়াহাটি বিমানবন্দরে মইন ও বরুণ। বৃহস্পতিবার।

সোমবার কেকেআর বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচ। নাইটদের জন্য, বিশেষ করে শাহরুখ খানের জন্য মুম্বই ম্যাচ সব সময় ইজ্জত কা সওয়াল। বাদশা বরাবর তাঁর কর্মভূমিতে এই ম্যাচ জিততে চেয়েছেন। কিন্তু বেশিরভাগ ম্যাচে তাঁর ইচ্ছে পূরণ হয়নি। সোমবারের ম্যাচে কী হয় সেটাই এখন দেখার বিষয়। নাইটরা অবশ্য রাজস্থানকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাস পেয়ে গিয়েছেন।

ইডেনে টানার্রি চেয়েও রাহানেরা সেটা পাননি। যা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। তবে গুয়াহাটিতে কেকেআর স্পিনাররা যেভাবে ম্যাচের দখল নিয়েছেন, তাতে এটা স্পষ্ট, বল ঘুরলে নাইটদের অ্যাডভান্টেজ। ওয়াংখেড়েতে অবশ্য সিমারদের সুবিধা পাওয়ার কথা। উইকেটের চরিত্রই তাই। তার সঙ্গে সমুদ্রের হাওয়া। মুম্বইয়ের সিম অ্যাটাক খুব বিপজ্জনক। নাইটরা কি অভিজ্ঞ নরখিয়াকে খেলানোর কথা ভাববে?

সানরাইজার্স ম্যাচের আগে হঠাৎ বিতর্কে ইডেনের পিচ

প্রতিবেদন : ইডেন পিচ নিয়ে হঠাৎ বিতর্ক। ৩ এপ্রিল কলকাতায় সানরাইজার্স ম্যাচ। সেই ম্যাচে কেকেআরের স্পিনাররা উইকেট থেকে সুবিধা পান কি না সেদিকে নজর রয়েছে সবার। ইতিমধ্যেই ইডেন কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। তিনি অবশ্য দাবি করেছেন, কেকেআরের তরফে তাঁকে উইকেট কেমন হবে সেটা বলাই বলা হয়নি। আপত্তিরও প্রশ্ন ওঠে না। আরসিবি ম্যাচে কেকেআর শুধু হারেনি, ইডেনের উইকেট থেকে স্পিনাররা বিশেষ কোনও সুবিধাও পাননি। এরপর সাংবাদিক সম্মেলনে এসে নাইট অধিনায়ক রাহানে বলেন, আমরা চাই ঘরের মাঠের উইকেট স্পিন সহায়ক হোক। আমাদের শক্তি যখন স্পিনে, তখন স্পিনাররা এই উইকেট থেকে সুবিধা পেলে আমাদের লাভ। তবে বৃষ্টির জন্য উইকেটে আর্দ্রতা ছিল। যা হ্যাজলউড কাজে লাগিয়েছে।

এরপর ধারাভাষ্যকাররাও রাহানের দাবি নিয়ে সরব হন। সাইমন ডুল এমনও বলে দেন যে, ইডেন কিউরেটর যদি নাইটদের দাবি না শোনেন তাহলে কেকেআরের উচিত তাদের সব ম্যাচ অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু সুজন বলেছেন, কে কোথায় কী বললেন তা নিয়ে তিনি মাথা ঘামাচ্ছেন না। কেকেআর মুম্বইয়ে খেলে শহরে ফিরলে তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলে নেবেন। গত বছর কেকেআরের অধিনায়ক ছিলেন নীতীশ রানা। তিনিও ইডেনের উইকেট নিয়ে অখুশি ছিলেন। কিন্তু পরে আইপিএলের সেরা উইকেটের পুরস্কার পেয়েছিল ইডেন। সুজন বলেছেন, রাহানে তাঁকে সরাসরি স্পিনের উইকেট চাই বলেননি। শুধু বলেছিলেন স্পিনাররা আরও সাহায্য পেলে ভাল হয়। তবে নাইটরা মঙ্গলবার কলকাতা ফিরলেও হাতে এত সময় থাকবে না ইডেনের উইকেটের চরিত্র বদল করার। তবে স্পিনের উইকেট চাই বললেও এই উইকেটেই আরসিবির ক্রুণাল পান্ডিয়া তিনটি ও প্রাক্তন নাইট সুয়শ শর্মা একটি উইকেট নিয়েছিলেন। এদের দাপটে ১৭৪ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল কেকেআরের ইনিংস। এরপর সল্ট ও বিরাট অনায়াসে জয়ের রান তুলে নেন। যে উইকেটে ক্রুণাল ও সুয়শ এত ভাল বল করেন, তাতেই ব্যর্থ হয়েছেন কেকেআরের স্পিনাররা।

বরুণের সঙ্গে জুটি খুব উপভোগ করছি

দাবি মইনের

প্রতিবেদন : সুনীল নারিন অসুস্থ না হলে ম্যাচটা খেলার কোনও সম্ভাবনা ছিল না মইন আলির। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে তিনি জানতে পারেন, রাজস্থান ম্যাচে খেলছেন। হতাশ করেননি। ৪ ওভারে ২৩ রান দিয়ে যশস্বী জয়সওয়াল ও নীতীশ রানার উইকেট নেন তিনি। বরুণ চক্রবর্তীর সঙ্গে জুটি বেঁধে নারিনের অভাব দলকে বুঝতেই দেননি।

মইনের বক্তব্য, ''আমি এমন একজনের সঙ্গে জুটি বেঁধে বল করেছি, যে আমার থেকে অনেক ভাল বোলার। আমার কাজ ছিল বিপক্ষ ব্যাটারদের চাপে রাখা। তাহলে বরুণের উইকেট নিয়ে সুবিধা হত। আমি সেই চেষ্টাই করেছি। ভাগ্যক্রমে দুটো উইকেটও পেয়েছি।'' মইন আরও বলেছেন, ''বরুণ অসাধারণ বোলার। গত ২-৩ বছরে দারুণ উন্নতি করেছে। ওর সঙ্গে বল করার অভিজ্ঞতা দুর্দান্ত। আশা করি, আগামী ম্যাচগুলোতেও আমরা একসঙ্গে বোলিং করব।'' নিজের দুটো উইকেটের মধ্যে যশস্বীর থেকেও নীতীশকে আউট করে বেশি খুশি হয়েছেন মইন। তিনি বলেন, ''আমি শুধু সঠিক জায়গায় বল রাখতে চেয়েছিলাম। পিচ থেকেও কিছুটা সাহায্য পেয়েছে। জানতাম ওরা চাপে রয়েছে। বাড়তি ঝুঁকি নেবে।'' মইনের সংযোজন, ''আমি অতটাও ভাল বোলার নই। বাকিদের মতো দক্ষতা আমার নেই। তবে বল করার সময় আমি ব্যাটারদের মতো করে ভাবার চেষ্টা করি। সেই অনুযায়ী বল করি।'' ব্যাট হাতে ৫ রান করে আউট হয়েছেন। মইন বলছেন, ''ভারতের মাটিতে ব্যাট করতে পছন্দ করি। তবে এটা ব্যাটারদের উইকেট ছিল না। এখানে দুশো রানও করা সম্ভব নয়। তবে বড় বড় রানের মধ্যে এমন একটা-দুটো ম্যাচ খেলতে ভালই লাগে। কারণ বোলাররা কিছুটা সুবিধা পায়।''

ফিরছেন শ্রেয়স অনিশ্চিত ঈশান

মুম্বই : আগে ঠিক ছিল গুয়াহাটিতে চুক্তি নিয়ে বৈঠক করবেন বোর্ড কর্তারা। সেখানে থাকবেন ভারতীয় কোচ গৌতম গম্ভীর ও প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকর। কিন্তু গম্ভীর এখন সপরিবারে ফ্রান্সে ছুটি কাটাচ্ছেন। ফলে তিনি দেশে না ফেরা পর্যন্ত কর্তাদের সঙ্গে এক টেবলে বসতে পারবেন না। তবে যাই হোক না কেন, শ্রেয়স আইয়ার চুক্তিতে ফিরছেন। ঈশান কিশানের সঙ্গে তাঁকেও চুক্তির বাইরে পাঠানো হয়েছিল ঘরোয়া ক্রিকেট না খেলায়। শ্রেয়স চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে ছন্দে রয়েছেন। বোর্ডের একটি সূত্রে জানাচ্ছে, তাঁর চুক্তির টপ ক্যাটাগরিতে থাকা নিশ্চিত। কিন্তু আইপিএলে ভাল শুরু করেও ঈশান কিশান এখনও অনিশ্চিত। তাঁর বিরুদ্ধে অবাধ্য ছেলের অভিযোগ রয়েছে।

জাতীয় গেমসে পদকজয়ীদের সংবর্ধনা

জাতীয় গেমসে পদকজয়ীদের সঙ্গে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও সুজিত বোস।

খেলোয়াড় নির্বাচনে গলদ, ক্ষুব্ধ ক্রীড়ামন্ত্রী

প্রতিবেদন : নবম রাজ্য গেমসের সূচনা হল। মালদায় ৭-১০ এপ্রিল প্রতিযোগিতা। তবে কলকাতা, দুর্গাপুরেও হবে ইভেন্ট। বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোরে রাজ্য গেমসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। একইসঙ্গে ৩৮তম জাতীয় গেমসে বাংলার পদকজয়ীদের সংবর্ধিত করেন মন্ত্রী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুজিত বোস। জুয়েল সরকার, প্রতিষ্ঠা সামন্ত, প্রণতি দাসদের হাতে আর্থিক পুরস্কারও তুলে দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত ইভেন্টে সোনাজয়ীদের ২৫ হাজার, রুপোজয়ীদের ২০ হাজার ও ব্রোঞ্জজয়ীদের দেওয়া হয় ১৫ হাজার টাকা। দলগত ইভেন্টে পদকজয়ীরা পান যথাক্রমে ১২, ১০ এবং ৭ হাজার টাকা।

অনুষ্ঠানে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস পদক না জেতা বিওএ অনুমোদিত সদস্য সংস্থাগুলোকে কড়া বার্তা দিয়েছেন। ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, ''এবারের জাতীয় গেমসে পদক তালিকায় গতবারের ১৮তম স্থান থেকে ৮ নম্বর স্থানে উঠে এসেছে বাংলা। নিশ্চয়ই আমরা অনেক পরিশ্রম করে এই জায়গায় উঠেছি। ৪৭টি পদকের মধ্যে জিমন্যাস্টিক্স থেকেই ১২টি পদক এসেছে। টেবল টেনিস থেকে চারটি পদক এসেছে। যোগাসন, উশু থেকেও পদক এসেছে। কিন্তু বিওএ-র মোট ৩৮টির মধ্যে মাত্র ১৪টি ক্রীড়া সংস্থা আমাদের পদক দিয়েছে। বাকি ২৪টি অ্যাসোসিয়েশনের অবদান শূন্য। কেন তারা একটাও পদক আনতে পারল না, কোথায় গলদ সেটা পর্যালোচনা করুক বিওএ। পদক পেলেই মুখ্যমন্ত্রী চাকরির সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছেন। রাজ্য সরকার পরিকাঠামো দিচ্ছে। তাহলে কেন ব্যর্থ হব? বাংলায় অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছে। কিন্তু নির্বাচনে গলদ রয়েছে। মুখ দেখাদেখি রয়েছে। বাংলায় কোনও প্রতিভাবানকে বঞ্চিত করা যাবে না। অ্যাসোসিয়েশনে বছরের পর বছর থাকা যাবে না। একজনকেও বঞ্চিত করা যাবে না। বিওএ-কে এগুলো দেখতে হবে।''

লিস্টনরা এলেন, স্বস্তি আপুইয়াতে

প্রতিবেদন : বাংলাদেশ ম্যাচ খেলে বৃহস্পতিবার মোহনবাগান অনুশীলনে যোগ দিলেন বিশাল কাইথ, লিস্টন কোলাসো, শুভাশিস বসু, আশিক কুরুনিয়নরা। তবে অস্বস্তি আপুইয়ার চোট নিয়ে। যদিও ভারতীয় মিডফিল্ডারের চোট গুরুতর নয়। বুধবার চোটের পরীক্ষা করা হয় আপুইয়ার। তাতে উদ্বেগের কিছু পাওয়া যায়নি। বৃহস্পতিবার বুট পরেই আলাদা রিহ্যাব করেছেন তারকা মিডিও। ৩ এপ্রিল আইএসএল সেমিফাইনালের প্রথম লেগে আপুইয়াকে খেলানোর চেষ্টা করছে দল। লিস্টন, শুভাশিসরা দলের সঙ্গে যোগ দিলেও প্রথম দিন রিকভারি সেশনেই ছিলেন তাঁরা। বাগানে আরও একটি স্বস্তি, জাতীয় শিবির থেকে চোট নিয়ে ফেরা মনবীর সিং পুরোদমে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছেন। সেমিফাইনালের জন্য পুরোপুরি তৈরি মনবীর। অনুশীলনে সেট পিস, উইং প্লে থেকে গোল করা এবং গোল আটকানোর মহড়া চলছে। পাশাপাশি প্লে-অফে নক আউট ম্যাচ মাথায় রেখে দিমিত্রিরা এক নাগাড়ে পেনাল্টি শটও মারছেন। এদিকে, বাংলাদেশ ম্যাচে বিশাল কাইথের কিছু ভুলের দিকে ইঙ্গিত করে গুরপ্রীত সিং সান্ধু 'বিদ্রুপমূলক' পোস্ট করেছিলেন। তার পাল্টা পোস্টে বিশালের ভাল কয়েকটি সেভ তুলে ধরে মোহনবাগান লেখে, 'অনেক বেশি পার্থক্য রয়েছে'। এদিন আরএফডিএলে মোহনবাগান ২-১ গোলে জয় পায়।

মাঠে ময়দানে
28 March, 2025 • Friday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গম্ভীরের সাপোর্ট স্টাফের সংখ্যা কমাতে চলেছে বিসিসিআই। সবার আগে বাদ পড়তে পারেন ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ

শার্দূল-পুরানে বিদ্ধ হায়দরাবাদ

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ১৯০/৯ (২০ ওভার)
লখনউ সুপার জায়ান্টস ১৯৩/৫ (১৬.১ ওভার)

শার্দূলের ৪ উইকেট। বৃহস্পতিবার হায়দরাবাদে।

হায়দরাবাদ, ২৭ মার্চ : ভেনু এক, বদলে গেল রেজাল্ট। ৯ মে, ২০২৪। সেদিন হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে প্যাট কামিন্সের দলের কাছে ১০ উইকেটে বিধ্বস্ত হয়েছিল লখনউ সুপার জায়ান্টস। ম্যাচের পরের ঘটনাও ছিল বিতর্কিত। লখনউয়ের টিম মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কা সেদিন তাঁর অধিনায়ক কে এল রাহুলকে প্রকাশ্যে বকাঝকা করে 'অসম্মান' করেছিলেন। কার্যত সেই ঘটনার জেরেই রাহুলের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় লখনউয়ের। অভিষেক শর্মাদের ডেরাতেই এক বছর পর সেই 'অপমানজনক' হারের মধুর প্রতিশোধ নিল গোয়েঙ্কার টিম। বৃহস্পতিবার উপ্পলে হায়দরাবাদকে ৫ উইকেটে হারিয়ে মরশুমের প্রথম জয় তুলে নিল লখনউ।

লখনউয়ের নবাব দু'জন। নিলামে দল না পাওয়া শার্দূল ও ক্যারিবিয়ান ব্যাটার নিকোলাস পুরান। আগের ম্যাচে ২৮৭ রান করা হায়দরাবাদ এদিনও প্রথমে ব্যাট করে। কিন্তু তিনশোর লক্ষ্যে থাকা কমলা ব্রিগেডকে ব্যাটিং তাণ্ডব শুরুর কোনও সুযোগ দেননি শার্দূল। হায়দরাবাদকে দুশোর মধ্যে আটকে রাখে শার্দূলের (৪ উইকেট) স্পেল। তিনিই হলেন ম্যাচের সেরা। কমলা ব্রিগেডের ১৯০ রান তাড়া করতে নেমে ২৩ বল বাকি থাকতেই জয় হাসিল করে নেয় ঋষভ পন্থের দল। শুরুতে আইদেন মার্করামকে ফিরিয়ে লখনউকে ধাক্কা দিয়েছিলেন মহম্মদ শামি। কিন্তু মিচেল মার্শ ও পুরানের ব্যাটে ম্যাচ নিজেদের করে নেয় লখনউ। পুরান (২৬ বলে ৭০) ছিলেন সবচেয়ে বিধ্বংসী। মার্শ করেন ৩১ বলে ৫২ রান। কামিন্স দু'জনকে ফেরালেও তা যথেষ্ট ছিল না। পন্থ (১৫) ম্যাচ শেষ করতে না পারলেও ডেভিড মিলার (১৩) ও আব্দুল সামাদ (৮ বলে ২২) অনায়াসেই কাজ শেষ করেন।

উপ্পলে আগের ম্যাচেই ঈশান কিশানের ব্যাটিং তাণ্ডবে তিনশোর কাছাকাছি রান তুলেছে সানরাইজার্স। তবু সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়ে টসে জিতে শুরুতে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নেন লখনউ অধিনায়ক ঋষভ। শুরুতে পরপর দু'বলে অভিষেক শর্মা (৬) ও ঈশানকে (০) আউট করে হায়দরাবাদকে ব্যাকফুটে ঠেলে দেন শার্দূল ঠাকুর। তৃতীয় উইকেট জুটিতে ট্রাভিস হেড ও নীতীশ রেড্ডি ৬১ রান যোগ করে নির্ভরতা দেন। হেড (২৮ বলে ৪৭) ফেরার পর নীতীশ (২৮ বলে ৩২), হেনরিখ ক্লাসেন (১৭ বলে ২৬) বড় শট খেলে রানের গতি বাড়ানোর চেষ্টা করেন। নীতীশ আউট হওয়ার পর হায়দরাবাদের রানের গতি কমে যায়।

এই সময় আগ্রাসী শট খেলে রান রেট বাড়িয়ে দেন অনিকেত ভার্মা। পাঁচটি ছক্কার সাহায্যে মাত্র ১৩ বলে ৩৬ রান করেন তিনি। শেষ দিকে তিনটি ছক্কার সাহায্যে অধিনায়ক কামিন্সের (৪ বলে ১৮) ক্যামিও হায়দরাবাদকে লড়াই করার মতো স্কোরে পৌঁছে দেয়।

ধোনির চিপকে আজ বিরাটদের পরীক্ষা

বিরাট ও শিবম দুবে। চেন্নাইয়ে।

চেন্নাই, ২৭ মার্চ : আইপিএলের মেগা ম্যাচে মুখোমুখি মহেন্দ্র সিং ধোনি ও বিরাট কোহলি। শুক্রবার চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে মাঠে নামছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। চিপকে ১৭ বছরের খরা কাটানোই চ্যালেঞ্জ বিরাটদের!

পরিসংখ্যান বলছে, চিপকে মাত্র একবারই চেন্নাইকে হারিয়েছে আরসিবি। আর সেই জয় এসেছিল, ২০০৮ সালে। আইপিএলের উদ্বোধনী মরশুমে। তার পর থেকে এই মাঠে যতবার দু'দল একে অন্যের মুখোমুখি হয়েছে, ততবারই শেষ হাসি হেসেছে চেন্নাই। ফলে বিরাটদের কাছে চিপক বরাবরই বধ্যভূমি হিসেবে পরিচিত।

রজত পাতিদারের নেতৃত্বাধীন আরসিবি প্রথম ম্যাচে ইডেনে গিয়ে কেকেআরকে হারিয়েছে। সেদিন জোড়া সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন বিরাট এবং ফিল সল্ট। তবে চিপকের ২২ গজ বরাবর স্পিনারদের সাহায্য করে। রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাদেজার মতো দুই পোড়খাওয়া স্পিনার রয়েছে চেন্নাই দলে। এছাড়া আফগান স্পিনার নুর আহমেদ প্রথম ম্যাচেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ৪ উইকেট নিয়ে জাত চিনিয়েছেন। তাই বিরাটদের কাজটা খুব কঠিন বলেই মনে করছেন শেন ওয়াটসন। প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় অলরাউন্ডারের বক্তব্য, ''এই ম্যাচটা আরসিবির বড় চ্যালেঞ্জ। চিপকের স্লো টার্নার পিচে অশ্বিন, জাদেজা ও নুর আহমেদ, সিএসকের এই তিন স্পিনারকে সামলানো খুব কঠিন হবে বিরাটদের জন্য। তাই নিজেদের ব্যাটিংয়ের ধরনে ওদের বদল আনতে হবে।'' আরসিবির মতো সিএসকেও প্রথম ম্যাচে জয় পেয়েছে। সেদিন ম্যাচ জেতানো হাফ সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন রাচিন রবীন্দ্র। রান পেয়েছেন অধিনায়ক ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ও।

চেন্নাই শিবিরের জন্য খারাপ খবর, শুক্রবারের ম্যাচেও মাথিশা পাথিরানার খেলার কোনও সম্ভাবনা নেই। চোটের জন্য প্রথম ম্যাচে খেলতে পারেননি শ্রীলঙ্কান পেসার। তবে ধোনি-ফ্যাক্টর! ঋতুরাজ কাগজ-কলমে অধিনায়ক হলেও, চেন্নাইয়ের অবিসংবাদী নেতা কিন্তু এখনও ধোনি। ব্যাট হাতে লোয়ার অর্ডারে নামলেও, মাঠে ক্যাপ্টেন কুলের উপস্থিতিই সতীর্থদের সেরাটা বের করে আনার জন্য যথেষ্ট।

ইংল্যান্ড সিরিজে হঠাৎ ধোঁয়াশা রোহিতকে নিয়ে

মুম্বই, ২৭ মার্চ : ভরা আইপিএল মরশুমে ফের খবরে রোহিত শর্মা। তাঁর ইংল্যান্ড সফরে যাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে! নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ভরাডুবির পর, রোহিতের নেতৃত্ব নিয়ে জোরালো প্রশ্ন উঠেছিল। যদিও বোর্ড সূত্রের খবর, প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকর নিজের রিপোর্টে নেতা রোহিতের কিছু ভুলত্রুটি এবং বর্ডার-গাভাসকর সিরিজের খারাপ ফর্মের কথা উল্লেখ করলেও, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে অধিনায়ক হিসাবে তাঁর নামই সুপরিশ করেছেন।

এদিকে, একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, রোহিত নাকি নিজেই ইংল্যান্ড সফরে যেতে ইচ্ছুক নন। লাল বলের ফরম্যাটে খারাপ ফর্মের জন্যই এই সিদ্ধান্ত। শুধু তাই নয়, নিজের এই সিদ্ধান্তের কথা তিনি ইতিমধ্যেই বোর্ড কর্তাদের জানিয়ে দিয়েছেন! ফলে রোহিতকে নিয়ে ধোঁয়াশা তুঙ্গে। যদিও বিসিসিআই রোহিতকেই ইংল্যান্ড সফরে অধিনায়ক হিসাবে পাঠাতে মরিয়া। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক বোর্ড কর্তা জানিয়েছেন, ইংল্যান্ড সফরের এখনও দেরি আছে। আইপিএলের গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচ শেষ হওয়ার পরেই দল নির্বাচন করা হবে। দেখা কী হয়। বিসিসিআইয়ের অন্দরমহলের খবর, রোহিতকে বোঝানোর চেষ্ট করা হবে, যাতে তিনি ইংল্যান্ড যান। পাশাপাশি খুব দ্রুতই রোহিতের বিকল্প হিসাবে এমন কাউকে বোর্ড বেছে নিতে চাইছে, যিনি দীর্ঘদিন নেতৃত্ব দিতে পারবেন। এই দৌড়ে রয়েছেন শুভমন গিল, ঋষভ পন্থরা।

প্রসঙ্গত, ২০ জুন থেকে শুরু হবে ভারতের ৪৫ দিনের ইংল্যান্ড সফর। বেন স্টোকসদের বিরুদ্ধে পাঁচটি টেস্ট খেলবে ভারতীয় দল। তার আগে ইংল্যান্ডের 'এ' দলের বিরুদ্ধে দু'টি চারদিনের ম্যাচ খেলবে ভারত 'এ' দল। ওই ম্যাচে 'এ' দলের হয়ে খেলতে দেখা যাবে সিনিয়র দলের কয়েকজন তারকাকে।

রিজওয়ানকে নিশানা ঈশানের

■ **হায়দরাবাদ :** আইপিএলের শুরুটা দুর্দান্ত করেছেন ঈশান কিশান। প্রথম ম্যাচেই সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের উইকেটকিপার-ব্যাটার। এবার আউটের আবেদন নিয়ে পাকিস্তানের উইকেটকিপার মহম্মদ রিজওয়ানকে টেনে আনলেন ঈশান। তাঁর মতে, রিজওয়ানের মতো বেশি আউটের আবেদন করলে আম্পায়াররা তাতে প্রভাবিত হন না। ভারতীয় আম্পায়ার অনিল চৌধুরী একটি ভিডিওতে ঈশানকে প্রশংসায় ভরিয়েছেন। অনিল কথোপকথনের সময় ঈশানকে বলেন, ''আমার আম্পায়ারিংয়ে তুমি অনেক খেলেছ। এখন তুমি অনেক পরিণত হয়েছ। যখন দরকার তখনই আউটের আবেদন কোরো। আগে তুমি বেশি আবেদন করতে। কীভাবে এই বদল?'' জবাবে ঈশান বলেন, ''আমার মনে হয়, এখন আম্পায়াররা অনেক বিচক্ষণ। বারবার আবেদন করলেও আউট দেবে না। রিজওয়ান হয়ে লাভ নেই। বরং দরকারেই আবেদন করা ভাল।''

ম্যাচে ফিরছেন রাহুল

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ : সদ্য কন্যাসন্তানের বাবা হয়েছেন। তাই চলতি আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে প্রথম ম্যাচ খেলতে পারেননি তিনি। তবে রবিবার দিল্লির পরের ম্যাচেই মাঠে নামবেন কে এল রাহুল। টিম ম্যানেজমেন্টের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়েই প্রথম ম্যাচের সময় ছুটি নিয়ে স্ত্রী'র পাশে ছিলেন। তবে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে পরের ম্যাচে তিনি যে খেলবেন তা ইতিমধ্যেই ম্যানেজমেন্টকে জানিয়ে দিয়েছেন রাহুল।

রাহুলের অপেক্ষায় যখন দিল্লি, তখন আর এক রাহুল মাঠের বাইরে থেকেও মন জিতে নিচ্ছেন ভক্তদের। তিনি রাহুল দ্রাবিড়। রাজস্থান রয়্যালসের মেন্টর তথা প্রাক্তন টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ সম্প্রতি ক্রিকেট খেলতে গিয়ে পা ভেঙেছেন। হুইলচেয়ারে বসেই সঞ্জু স্যামসন, রিয়ান পরাগদের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন একদা ভারতীয় ক্রিকেটের 'দ্য ওয়াল'। কেকেআরের বিরুদ্ধে তাঁর টিমের হারের পর মাঠের এক প্রান্তে হুইলচেয়ারে দ্রাবিড়ের একাকী বসে থাকার ছবি ভাইরাল হয়। পাশাপাশি ম্যাচে আরও একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভক্তদের মন জয় করে। সেখানে দেখা যায়, অপরাজিত থেকে কেকেআর-কে ম্যাচ জিতিয়ে ফেরা কুইন্টন ডি'ককে অভিনন্দন জানাতে এগিয়ে আসেন দ্রাবিড়। ক্রাচের সাহায্য নিয়ে হুইলচেয়ার থেকে উঠে ডি'ককের পিঠ চাপড়ে দেন সঞ্জুদের মেন্টর। দ্রাবিড়কে শ্রদ্ধা, ভালবাসায় ভরিয়ে দেন নেটিজেনরা।